বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

Bangladesh Trade and Tariff Commission

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.btc.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

- **প্রকাশকাল:** ৩১ মার্চ ২০২৪/ ১৬ চৈত্র ১৪৩০
- **প্রকাশক:** বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
- **নির্দেশনায়:** চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
- **সার্বিক তত্ত্বাবধানে:** কমিশন সচিব, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
- **সম্পাদনায়:**

  জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি, সদস্য (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ), বাংলাদেশ ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশন

  জনাব মোঃ ওয়াদুদ হোসেন, সদস্য (বাণিজ্য নীতি বিভাগ), বাংলাদেশ ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশন

  জনাব মোঃ এনামুল হক, সদস্য (বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ), বাংলাদেশ ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশন

  জনাব মো: মশিউল আলম,যুগ্মপ্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ-২), বাংলাদেশ ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশন

  জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, যুগ্মপ্রধান (চ.দা.) (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ-১, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

  জনাব হোসনা আফরোজা, উপপ্রধান (বাণিজ্য নীতি বিভাগ), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

  জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, উপপ্রধান (বাণিজ্য নীতি বিভাগ), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

  জনাব আরেফিন আখতার নূর, চেয়ারম্যান-এর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

  জনাব মো: ময়েন উদ্দিন মোল্লা, গ্রন্থাগারিক, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

  জনাব মহিনুল করিম খন্দকার, সহকারী প্রধান (চ.দা.) (বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

  জনাব মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন, গবেষণা কর্মকর্তা (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

  জনাব মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, সহকারী সচিব (প্রশাসন শাখা), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

- **সদস্য সচিব**

  জনাব এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম, জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, ঢাকা।

- **প্রচ্ছদ**

  সিস্টেম এনালিষ্ট, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, ঢাকা।

- **মুদ্রণ**

  বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

- **কপিরাইট**

  এই প্রতিবেদনটির যাবতীয় প্রকাশনার স্বত্বের অধিকারি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন। এই প্রকাশনার কোন অংশের কোনরুপ কপি বা অনুকরণ কমিশনের অনুমতি ব্যতিরেকে করা হলে কপিরাইট লঙ্ঘিত হবে ।

চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব)
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

মুখবন্ধ

Protective Duties Act, 1950 (Act no.LXI of 1950) মোতাবেক দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু** শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ২৮শে জুলাই ১৯৭৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসেবে "ট্যারিফ কমিশন" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধকল্পে ৬ নভেম্বর ১৯৯২ তারিখে একটি স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২" এ বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন" পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশনের কার্যক্রম অধিকতর জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর মাধ্যমে কমিশনের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' করা হয়।

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কমিশনের কাজ মূলতঃ বিশ্লেষনাত্মক ও গবেষণাধর্মী। কমিশন দীর্ঘদিন যাবৎ শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে কৌশলগত ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আর্বিভাবের ফলে কমিশনের কার্যক্রম আরও গতিশীলতা লাভ করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন ও কমিশনের কার্যপরিধি ব্যাপ্তির কারণে কমিশনের কার্যাবলী কেবলমাত্র শুল্কহার পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কমিশন দেশের বাণিজ্য, শিল্প, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিতেও সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়া, বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স) গ্রহণের ক্ষেত্রে তদন্ত পরিচালনাসহ বাংলাদেশী পণ্য বহির্বিশ্বে এ সংক্রান্ত মেজার্সের সম্মুখীন হলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের ফলে এলডিসি হিসাবে প্রাপ্ত শুল্ক সুবিধার বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন দেশের সাথে অগ্রাধিকারমূলক এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে কমিশন অগ্রাধিকারমূলক/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য আরো অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন তার বার্ষিক প্রতিবেদন কমিশনের আইনের ১৮(১) উপধারা অনুযায়ী বছরভিত্তিক প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ডের একটি প্রমাণক হিসেবে কাজ করবে এবং বিগত অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভসহ কমিশনের গঠন কাঠামো, কর্মপরিধি এবং কর্মবিন্যাসের বিষয়টি অবলোকন করা যাবে বলে মনে করি।

কমিশনের ২০২২-২৩ বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনের সাথে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি এ প্রতিবেদন প্রণয়নে সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

স্বাক্ষর

২১ জানুয়ারি ২০২৪

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব)

সূচিপত্র

কমিশনের পরিচিতি

১. ভূমিকা	০১
১.১ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা	০২
১.২ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর গঠন	০২
১.৩ কমিশনের কার্যাবলি	০২
১.৪ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	০৪
১.৫ প্রশাসন	০৬
১.৬ কমিশনের ব্যয় বরাদ্দ	০৬
১.৭ সরকারি কোষাগারে জমা	০৬
১.৮ ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি	০৭
১.৯ গ্রন্থাগার	০৮
১.১০ প্রকাশনা	০৮
১.১১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন	০৯

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ

২. ভূমিকা	১১
২.১ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	১১
২.২ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:	১২
২.২.১ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার আয়োজন	১২
২.২.২ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা কর্মশালা আয়োজন	১২
২.২.৩ এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	১২
২.২.৪ ভারত কর্তৃক পাটপণ্যের ওপর সানসেট রিভিউ-এর মাধ্যমে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ পরবর্তী করণীয়	১৩
২.২.৫ কাঁচাপাট ক্রয়ের ওপর ২ শতাংশ উৎসে কর রহিতকরণ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ	১৩
২.২.৬ কিচেনওয়্যার (নন-ইলেকট্রিক) পণ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে মতামত	১৪
২.২.৭ গ্রুপ অব কোম্পানির সহযোগি প্রতিষ্ঠানের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার সুবিধা প্রদান বিষয়ক প্রতিবেদন	১৫
২.২.৮ হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে সরকার প্রদত্ত নগদ সহায়তা বৃদ্ধি সংক্রান্ত	১৬
২.২.৯ PVC Resin ও PET Resin রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ক প্রতিবেদন	১৭
২.২.১০ উপজাত পণ্য জিংক এ্যাশ এপিসি ডাস্ট/রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন	১৮
২.২.১১ বাংলাদেশ হতে ভারতে ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাস আমদানিতে ভারত সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত	১৮

২.২.১২ গরু ও মহিষ শিং ও হাঁড়ের গুড়া, নাড়ী ভুড়ি রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার পরিমান ১০% থেকে ২০% উন্নীতকরণ ১৮
২.২.১৩ জাতীয় পাটজাত সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১৯
২.২.১৪ হিমায়িত কাঁকড়া/ফ্রোজেন সফট শেল ক্রাব রপ্তানিতে ভর্তুকি প্রদান প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ লাইভ এন্ড চিল্ড ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএলসিইএ) এর পরিবর্তে বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) এক্সপোর্ট এ্যাসোসিয়েশনের সনদপত্র দাখিল বিষয়ক ১৯
২.২.১৫ সিমেন্ট রপ্তানিতে ১০% নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান বিষয়ক ১৯
২.৩ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ২০

বাণিজ্য নীতি বিভাগ

৩. ভূমিকা ২১
৩.১ বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ২১
৩.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ ২২
৩.২.১ স্থানীয় বাজারে পরিশোধিত চিনির সাপ্লাই চেইন অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন ২২
৩.২.২ বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে FOB পদ্ধতিতে পণ্য আমদানির আদেশ জারির বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত ২৩
৩.২.৩ কয়লার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারদর পর্যালোচনা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন ২৪
৩.২.৪ আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট 'খ' এর ক্রমিক নং ১৮-সংশোধন সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন ২৪
৩.২.৫ কালার কসমেটিক্স, স্কিন কেয়ার, পার্সোনাল ও হোম কেয়ার পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যতম মৌলিক উপকরণ- ভিটামিন (এইচ এস হেডিং নং ২৯.৩৬) আমদানির নিমিত্ত আমদানি নীতি আদেশ সংশোধন সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত ২৫
৩.২.৬ স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন ২৫
৩.২.৭ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভূক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ ২৬
৩.২.৭.১ শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ ২৬
৩.২.৭.২ শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ ২৭
৩.২.৭.৩ শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ ২৭
৩.২.৭.৪ শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ ২৮
৩.২.৮ আয়কর অবকাশ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ ২৯
৩.২.৯ স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত বাইসাইকেল রিকশার পার্টস ফ্রী হুইল ও স্প্রোকেট শিল্পকে শুল্ক সহায়তা সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন ২৯
৩.৩ বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ৩০

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ

৪. ভূমিকা	৩১
৪.১ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	৩১
৪.২ ২০২২অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ২০২৩- সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ	৩২
৪.২.১ 'ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩'-এর খসড়া প্রণয়ন	৩২
৪.২.২ বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার নির্মিতব্য স্থল বন্দর/ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের অবকাঠামোগত স্থাপনা কাজের অগ্রগতি আলোচনা এবং ফেনী নদীর উপর নির্মিত 'মৈত্রী সেতু' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আঞ্চলিক কানেক্টিভিটি স্থাপনের প্রভাব পর্যালাচনা/স্টাডি পরিচালনা	৩৩
৪.২.৩ বাংলাদেশ-হংকং মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন	৩৩
৪.২.৪ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)-এ ভিয়েতনামের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গৃহীত Commitments-এর বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ	৩৪
৪.২.৫ যুক্তরাজ্য ঘোষিত Developing Countries Trade Preferences (DCTS)-এর প্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিতে সম্ভাব্য প্রভাব বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণ	৩৪
৪.২.৬ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইন্টিগ্রেটেড ডেটাবেজ-এর জন্য ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আমদানি ও শুল্ক হার সংক্রান্ত তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	৩৫
৪.২.৭ FTA/PTA সম্পাদনের লক্ষ্যে আফ্রিকা মহাদেশের Potential দেশসমূহের তালিকা প্রণয়ন	৩৫
৪.২.৮ চীন কর্তৃক বাংলাদেশকে ৯৮% পণ্যে শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত পণ্য তালিকা পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন	৩৫
৪.২.৯ বাংলাদেশ-চীন দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন	৩৬
৪.২.১০ মেক্সিকো, ইকুয়েডর, হন্ডুরাস, গুয়েতেমালা ও কোস্টারিকাতে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত বিষয়ে একটি তথ্য নির্ভর প্রতিবেদন প্রেরণ	৩৬
৪.২.১১ খসড়া SAARC Regional Investment Treaty এর ওপর মতামত প্রদান	৩৬
৪.২.১২ বাংলাদেশ ও মোজাম্বিকের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য/ইনপুটস/মতামত প্রণয়ন	৩৭
৪.২.১৩ নাইজেরিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর Talking Points সহ ইনপুটস প্রণয়ন	৩৭
৪.২.১৪ বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ কমিশনের ১৩তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য প্রেরণ	৩৭
৪.২.১৫ Latest Statistics on Bilateral Trade between Bangladesh-South Africa and Botswana	৩৮
৪.২.১৬ গরু ও মহিষের শিং China-তে রপ্তানির লক্ষ্যে China কর্তৃক আরোপিত আমদানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে মতামত প্রদান	৩৮

৪.২.১৭ Net Food Importing Developing and Least Developed Countries (NFIDC) সংক্রান্ত তথ্য প্রদান ৩৯
৪.২.১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর আলজেরিয়াতে দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফর উপলক্ষ্যে আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য ইনপুটস/তথ্যাদি প্রেরণ ৩৯
৪.২.১৯ বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইনপুটস প্রেরণ ৩৯
৪.২.২০ বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ৪০
৪.২.২১ বিশ্বের প্রধান প্রধান আমদানি-রপ্তানিকারক দেশ ও প্রধান প্রধান রপ্তানিকৃত পণ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণ ৪০
৪.২.২২ বাংলাদেশের সাথে FTA/PTA/CEPA সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান এরূপ দেশের সাথে বাংলাদেশের আমদানি/রপ্তানির তথ্য জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত হালনাগাদকরণ ৪০
৪.২.২৩ বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ৪র্থ এফওসি সভার প্রস্তুতির লক্ষ্যে ইনপুটস প্রণয়ন ৪১
৪.২.২৪ বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইনপুটস প্রণয়ন ৪১
৪.২.২৫ Draft agreement between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the People's Republic of Bangladesh on Promotion and Reciprocal Protection of Investments বিষয়ে মতামত প্রদান ৪১
৪.২.২৬ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় 6th Indian Ocean Conference (IOC)- ২০২৩ এ মৌরিতানিয়া, তাঞ্জানিয়া, সিয়েরা লিওন , কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জিবুতি এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের ঢাকা সফর উপলক্ষ্যে ইনপুটস প্রেরণ ৪২
৪.২.২৭ বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যে তৃতীয় এফওসি উপলক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইনপুটস প্রেরণ ৪২
৪.২.২৮ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর জন্য Brief/Talking Points প্রেরণ ৪২
৪.২.২৯ ট্রেড ইন সার্ভিসেস (পরিবহন ও লজিস্টিক) এ কোভিড-১৯ এর প্রভাব বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আয়োজনে ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠেয় তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা উপলক্ষে মতামত প্রদান ৪৩
৪.২.৩০ স্থল কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে আমদানিযোগ্য পণ্য তালিকা হালনাগাদকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, যৌক্তিক প্রস্তাব প্রেরণ ৪৩
৪.২.৩১ "Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection on Investments (BIPA)"- এর Zero Draft বিষয়ে মতামত প্রণয়ন ৪৩
৪.২.৩২ "National Validation Workshop on the Update of the Readiness Assessment for Cross-border Paperless Trade" কর্মশালায় প্রস্তাবিত প্রতিবেদনের মতামত প্রণয়ন ৪৩
৪.২.৩৩ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কিত লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ ৪৪
৪.২.৩৪ "IP and Innovation discussion proposal from the US and others" - বিষয়ে মতামত প্রণয়ন ৪৪
৪.২.৩৫ "Agreement between Canada and Bangladesh for the promotion and protection of Investments" মতামত প্রণয়ন ৪৪
৪.২.৩৬ বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার জন্য তথ্যাদি/প্রস্তাবনা এবং বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ৪৫
৪.২.৩৭ বাংলাদেশ-ভারত Joint Working Group on Trade সভার জন্য তথ্যাদি/প্রস্তাবনা এবং বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ৪৫

৪.২.৩৮ Joint Group of Customs (JGoC)- এ ১৩ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে দপ্তর সংশ্লিষ্ট অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/ হালনাগাদ অবস্থা ৪৫
৪.২.৩৯ বাংলাদেশ-ভারত Joint Group of Customs (JGoC) এর ১৩ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং আসন্ন ১৪তম সভার আলোচ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে এজেন্ডা প্রেরণ ৪৫
৪.২.৪০ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) এর অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিষয়ে সেক্টর ভিত্তিক পৃথক সমীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তালিকা প্রদান ৪৬
৪.২.৪১ জাপানের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কিত লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ সংক্রান্ত ৪৬
৪.২.৪২ নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন ৪৬
৪.২.৪৩ PTA/FTA সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নে বিভিন্ন মডেলিং প্রয়োগ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন ৪৬
৪.৩ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ৪৬

৫. কমিশনে বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা

৫.১ সমস্যাবলী ৪৮
৫.১.১ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেউফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে বিধিমালা অনুযায়ী পদ্ধতিসমূহ অনুসরণে সমস্যাবলী ৪৮
৫.২ সুপারিশমালা ৪৯

সারণি:

সারণি: ০১ অনুমোদিত জনবল ০৪
সারণি: ০২ কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী ০৫
সারণি: ০৩ কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী ০৭
সারণি: ০৪ তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত বিবরণ ০৯
সারণি: ০৫ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য ১০
সারণি: ০৬ আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য ১০
সারণি: ০৭ ইনকাম ট্যাক্স পরিপত্র অনুযায়ী উৎস কর ১৪
সারণি: ০৮ তথ্যের উৎস ও সমস্যা দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায় ৫০

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল ৫৫
পরিশিষ্ট ২: বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো ৫৭
পরিশিষ্ট ৩ : বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ ৫৮
পরিশিষ্ট ৪ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ও অন্যান্য তথ্য: ৬২
পরিশিষ্ট ৫: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার-এর বিবরণ ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অন্যান্য যে সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ: ৬৬
পরিশিষ্ট ৬: ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে সকল সভা/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ: ৬৯
পরিশিষ্ট ৭: ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তাগণ যে সকল বৈদেশিক/ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ: ৭১

ফটোগ্যালারি: ৭২

কমিশনের পরিচিতি

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধে প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে নিয়োজিত সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Public Authority) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীকালে ২০২০ সালে কমিশনের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে নতুন নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' যার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস/বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা এবং বাস্তবায়নে কমিশন সরকারকে প্রায়োগিক সহায়তা দিয়ে থাকে। কমিশন শুল্ক সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন বিভিন্ন অর্থনৈতিক নির্দেশক যথা:- ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেস্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। অধিকন্তু, মুক্ত/অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল, পারসিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল, ট্রেড-সিপ্ট সফটওয়্যার, ট্রিসট সফটওয়্যার ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। এছাড়াও, ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার যথা:- স্যানিটারি, ফাইটো স্যানিটারি, টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এসকল ক্ষেত্রে কমিশন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিওটিও) শর্তাবলী ও চুক্তি এবং দেশের প্রচলিত আইনকে বিবেচনায় নিয়ে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। স্টেকহোল্ডার কনসালটেশনের জন্য কমিশন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং প্রয়োজনে গণশুনানি আয়োজন করে থাকে। এছাড়া অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে কমিশনের 'মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং এতৎবিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২০ সালে নতুন (সংশোধনী) আইন পাসের ফলে কমিশনের কর্মপরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং সে অনুযায়ী কমিশন ভবিষ্যতে অর্পিত দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

১.১ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা

বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধে প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম/চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু** শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন)" অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বিশ্ব বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি বিবেচনা ও সময়ের নিরিখে কমিশনের কার্যপরিধি বৃদ্ধি করে ১৯৯২ সালের আইন সংশোধন করে কমিশনের নাম "বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন" করা হয়।

১.২ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর গঠন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (৪৩ নং আইন) এর ৫ ধারা অনুসারে একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত যা কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। কমিশন আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং কমিশনের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৫৩ জন চেয়ারম্যান কমিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের সচিব পদমর্যাদার এবং সদস্যগণ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তাছাড়া আইনের ১১ ধারা মতে কমিশনের একজন কমিশন সচিব আছেন যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। পরিশিষ্ট-১ এ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা দেয়া হলো।

১.৩ কমিশনের কার্যাবলি

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর ৭ ধারা মোতাবেক দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (Comparative Advantage) নিরূপণকল্পে কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে:

(ক) শুল্কনীতি পর্যালোচনাক্রমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ;

(খ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;

(গ) এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুযায়ী দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ;

(ঘ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড, জিএসপি (Generalized System of Preference), রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) ও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য;

(ঙ) শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়ন;

(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত যেকোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) Protective Duties Act, 1950 (Act. No. LXI of 1950) এর আলোকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক (Protective Duties of Customs) আরোপ;

(জ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশীয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধি;

(ঝ) আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবাসমূহের হারমোনাইজড সিস্টেম কোড;

(ঞ) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবীক্ষণ; এবং

(ট) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী নীতিমালা ও রীতিনীতি।

উল্লিখিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কমিশন নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করে:

(ক) এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পণ্য ও বাণিজ্যের ওপর অন্য দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি সারকামভেনশন) এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দেশীয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(ঘ) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, ডাটাবেজ সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং প্রাপ্ত তথ্য জনস্বার্থে সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ;

(চ) অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন;

(ছ) সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে গণশুনানির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(জ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ঝ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা।

সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে ক্ষতি লাঘবের জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করে। উল্লেখ্য, কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিবে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করবে।

১.৪ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিব ব্যতীত বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৪ জন কর্মকর্তা এবং ৭৬ জন কর্মচারীর অনুমোদিত পদ রয়েছে (সারণি-০১)। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত পদসমূহের বিপরীতে কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী সারণি-০২ এবং সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হলো।

সারণি-০১: অনুমোদিত জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১ (এক)
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত/ যুগ্মসচিব পদমর্যাদা)	৩ (তিন)
০৩।	যুগ্ম-প্রধান	৪ (চার)
০৪।	সচিব	১ (এক)
০৫।	সিস্টেম এনালিস্ট	১ (এক)
০৬।	উপপ্রধান	৮ (আট)
০৭।	সহকারী প্রধান	৮ (আট)
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮ (আট)
০৯।	একান্ত সচিব	১ (এক)
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১ (এক)
১১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)
১২।	লাইব্রেরিয়ান	১ (এক)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১৩।	পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১ (এক)
১৪।	প্রধান সহকারী	১ (এক)
১৫।	একান্ত সহকারী	৪ (চার)
১৬।	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫ (পাঁচ)
১৭।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪ (চার)
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক	১ (এক)
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)
২১।	কেয়ারটেকার	১ (এক)
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১ (এক)
২৩।	হিসাব সহকারী	২ (দুই)
২৪।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯ (নয়)
২৫।	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)
২৬।	গাড়িচালক	৮ (আট)
২৭।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১ (এক)
২৮।	অফিস সহায়ক	২৬ (ছাব্বিশ)
২৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	৪ (দুই)
৩০।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২ (দুই)

সারণি-০২: কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী

শ্রেণী বিন্যাস	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	২৩	১৬
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩৯	০৪
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	৩০	০৩
মোট	**১১৫**	**৯২**	**২৩**

কমিশনের চাকুরী বিধিমালা (কর্মকর্তা ও কর্মচারী), ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

১.৫ প্রশাসন

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন কমিশন সচিব রয়েছেন। তিনি কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন, কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন। কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা তাঁর দায়িত্ব। প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে কমিশন সচিবকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী সচিব (প্রশাসন), একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, একজন গ্রন্থাগারিক এবং একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন।

১.৬ কমিশনের ব্যয় বরাদ্দ

কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড/অপারেশন কোড নং ১৩১০০২৮০০-বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান ও ৩৬৩২ মূলধন অনুদান এর অন্তর্ভূক্ত। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কমিশনের জন্য ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান খাতে ১০,৪৭,১০,০০০.০০ (দশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ দশ হাজার) টাকা এবং ৩৬৩২-মূলধন অনুদান খাতে ৫০,২০,০০০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকাসহ সর্বমোট ১০,৯৭,৩০,০০০.০০ (দশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া যায়।

১.৭ সরকারি কোষাগারে জমা

এ বরাদ্দের বিপরীতে আলোচ্য অর্থবছরে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৭,৯৮,১৪,৩৬৩/- (সাত কোটি আটানব্বই লক্ষ চৌদ্দ হাজার তিনশত তেষট্টি) টাকা মাত্র। ০১ (এক) জন সদস্য, ০৩ (তিন) জন যুগ্মপ্রধান ও ০৬ (ছয়) জন উপপ্রধান প্রেষণে কর্মকর্তার বদলীজনিত কারণে পদ শূণ্য থাকায়, ০২ (দুই) জন কর্মচারী চাকরি ত্যাগ করার কারণে শূণ্য থাকায়, ০১ (এক) জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করায়, ০৫ (পাঁচ) জন কর্মচারী বাসা বরাদ্দ পাওয়ায়, গাড়ী চালকদের অধিকাল ভাতা হ্রাস পাওয়ায়, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভ্রমণ ব্যয় খাতে ৫০% অর্থ হ্রাস করাসহ বৈদেশিক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ও থোক বরাদ্দের ৪র্থ কিস্তির অর্থ বিলম্বে প্রাপ্তির কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করা সম্ভবপর না হওয়ায়, টেলিফোন ব্যবহারের মাসিক বিল হ্রাস পাওয়ায় এবং প্রকাশনার বিল সময়মত না পাওয়ায় ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান খাতে ২,৫৪,৪৩,৫৫১/- (দুই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত একান্ন) টাকা মাত্র অব্যয়িত/উদ্বৃত্ত থাকার প্রধান কারণ। অব্যয়িত ২,৯৯,১৫,৬৩৭/- (দুই কোটি নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার ছয়শত সাইত্রিশ) টাকা মাত্র iBAS++ সিস্টেমে PL-Account এ থেকে যায়। কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী সারণি-০৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-০৩: কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

(সংখ্যা টাকায়)

কোড নম্বর ও খরচের খাত/উপখাত	**অর্থবছর ২০২২-২৩**			
	মূল বাজেট বরাদ্দ	**সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ**	**প্রকৃত খরচ**	**অব্যয়িত**
১	২	৩	৪	৫
৩৬৩১-আবর্তক অনুদান	১২,৫৩,৪০,০০০/-	১০,৪৭,১০,০০০/-	৭,৯২,৬৬,৪৪৯/-	২,৫৪,৪৩,৫৫১/-
৩৬৩২-মূলধন অনুদান	৬৩,৬০,০০০/-	৫০,২০,০০০/-	৫,৪৭,৯১৪/-	৪৪,৭২,০৮৬/-
সর্বমোট	**১৩,১৭,০০,০০০/-**	**১০,৯৭,৩০,০০০/-**	**৭,৯৮,১৪,৩৬৩/-**	**২,৯৯,১৫,৬৩৭/**

১.৮ ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি:

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একজন সিস্টেম এনালিষ্ট রয়েছেন। তাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও আইটি সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্পীড বর্তমানে সংযোজিত ৪৫ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এর স্থলে ৭৫ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এ উন্নীত করা হয়েছে যা কমিশনের ডাটা সংগ্রহে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

২। কমিশনে স্থাপিত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন করে ইউজার রোল অনুসারে ব্যান্ডউইথ এর সম ব্যবহারে বণ্টন নিরবচ্ছিন্ন ও নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩। ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার স্থাপন করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কটিকে আরও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

৪। কমিশনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেলে স্থাপিত আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণের জন্য THOMSON REUTERS সফটওয়্যারটির পুরাতন ভার্সন থেকে নতুন ভার্সন (Refinitiv)-এ Upgrade করা হয়েছে।

৫। অফিসের সকল কর্মকর্তাকে আইটি এনাবেলড সার্ভিস, ডাটা এনালাইসিস ও ডাটা মাইগ্রেশন এর কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৬। কমিশনের কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীর বিপরীতে দাপ্তরিক ই-মেইল খোলা হয়েছে এবং দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৭। বাংলাদেশ জার্নাল অব ট্যারিফ এন্ড ট্রেড এর প্রকাশনা কাজে সকল প্রকার আইটি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৮। কমিশনের ১২তলায় অবস্থিত লোকাল এরিয়া নেটওর্য়াক উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপন করতঃ আরও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

০৯। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রাপ্ত ASYCUDA World সফটওয়্যার এর ডাটা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ডাটা Manipulation করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে।

১০। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইসিটি সংক্রান্ত সফটওয়্যার যেমন: ই-নথি, এপিএএমএস, ই-জিপি, জিআরএস ব্যবহার করে ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

১.৯ গ্রন্থাগার

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কমিশন সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন গ্রন্থগারিকের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। গ্রন্থাগারে সংগ্রহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপ:

১। শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান, বাংলাপিডিয়া, বিশ্বকোষ এবং বাংলাদেশের আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি।

২। কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের ওপর গবেষণা প্রতিবেদন।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা।

৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক।

৫। WTO, UNCTAD, World Bank, IMF ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা।

৬। FBCCI, DCCI, MCCI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ ।

৭। কমিশনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি চাকুরি সংক্রান্ত আইন ও বিধানাবলী ওপর পুস্তকাদি।

৮। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রসঙ্গে লেখা বিভিন্ন পুস্তকাদি।

১.১০ প্রকাশনা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছে। কমিশনের প্রতি অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যাবলীর ওপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিশন প্রণীত “Bangladesh Journal of Tariff and Trade” শীর্ষক জার্নাল প্রকাশনার দায়িত্ব জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত। এছাড়া কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের

আওতাধীন মূলত: একটি গবেষণাধর্মী সংস্থা হওয়ায় সরকার নির্দেশিত দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ এবং স্বপ্রণোদিতভাবে দেশের সম্ভাবনাময় স্থানীয় বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে সরকারের কাছে প্রেরণ করে থাকে। এসব প্রতিবেদন প্রথমে কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং পরবর্তীতে মুদ্রণ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

১.১১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২৯ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল ২০০৯ এটিতে স্বাক্ষর করেন এবং ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আইনটির গেজেট প্রকাশিত হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি সারা দেশে কার্যকর হয়। এ আইন কিছু নির্ধারিত তথ্য ব্যতীত কর্তৃপক্ষের সকল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে। কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে সে তথ্য প্রদানে এ আইনে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে প্রণয়নকৃত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয় । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ (১) অনুসারে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ তাদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি-০৪: তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত বিবরণ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	ফোন: ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: prandpo@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৫: বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর সহকারী সচিব (প্রশাসন) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	ফোন: ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: asstsecretary@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৬: আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য

আপিল কর্তৃপক্ষ	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	ফোন: ৯৩৪০২০৯ মোবাইল: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: chairman@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ

২. ভূমিকা

ডাম্পিং ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ন্যায় অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার কাজে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ নিয়োজিত। ডাম্পিং এর বিরুদ্ধে এন্টি-ডাম্পিং, ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে কাউন্টারভেইলিং এবং অপ্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আমদানির বিরুদ্ধে সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রদান এ বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন বিদেশি পণ্য স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কমমূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়, তবে তা বাংলাদেশে ডাম্পিং হচ্ছে মর্মে গণ্য হবে। এটি স্থানীয় শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে দেশীয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়। একইভাবে কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে তা স্থানীয় প্রতিযোগী পণ্যের সাথে দেশীয় বাজারে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, যা সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে এর কার্যক্রম সংকোচন বা বন্ধ করতে বাধ্য করে। ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা যায়। তাছাড়া, কোন পণ্যের আমদানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থানীয় শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা যায়। কোন পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করার কারণে আমদানিকারকগণ যদি একই ধরনের পণ্য অন্য কোন এইচ.এস কোডের আওতায় আমদানি করে, তাহলে এন্টি-সারকামভেনশন তদন্তের মাধ্যমে একই ধরনের পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিষয়ক শুল্কসমূহ আরোপের বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এন্টি-ডাম্পিং, সাবসিডি ও কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড এবং এন্টি-সারকামভেনশন কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে।

২.১ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

১. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর দেশের বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

২. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন ;

৩. কোন পণ্যের ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৪. কোন পণ্যের ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৫. কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৬. স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী (এসপিএস) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

৭. টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (টিবিটি) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

৮. আমদানিকারক দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে অসাধু পন্থায় রপ্তানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

২.২ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

২.২.১ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার আয়োজন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড সংক্রান্ত সচেতনতা শীর্ষক ২ (দুই) টি সেমিনার আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ছিল। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ এবং ১০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে দুই'টি সেমিনার কমিশনের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশের রপ্তানিকারক, উৎপাদক এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত সেমিনারসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

২.২.২ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা কর্মশালা আয়োজন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড সংক্রান্ত সচেতনতা শীর্ষক ১টি বিশেষায়িত কর্মশালা নির্ধারিত ছিল। বিশেষায়িত কর্মশালাটি ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে কমিশনের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারক, উৎপাদক এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

২.২.৩ এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ সংক্রান্ত ১টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রশিক্ষণটি ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে কমিশনের সম্মেলন

কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের রপ্তানিকারক, উৎপাদক এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়।

২.২.৪ ভারত কর্তৃক পাটপণ্যের ওপর সানসেট রিভিউ-এর মাধ্যমে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ পরবর্তী করণীয়

ভারতের জুট মিলস এসোসিয়েশন (আইজেএমএ)-এর আবেদনের ভিত্তিতে ডিরেক্টর জেনারেল অব ট্রেড রেমিডিস (ডিজিটিআর) কর্তৃক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে সানসেট রিভিউ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় এবং ডাম্পিং মার্জিন নিশ্চিত প্রমাণ করে শুল্ক আরোপের সুপারিশ করা হয়। ডিজিটিআর-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ হতে পাটপণ্য আমদানিতে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়। ভারত কর্তৃক পাটপণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে কমিশন হতে মতামত প্রেরণ করা হয়:

(ক) ভারতের The Customs Act, 1975 এর 9C মোতাবেক শুল্ক আরোপের আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে ধারা উল্লেখপূর্বক আদেশ জারির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে The Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal বরাবর আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অংশীজনবৃন্দ কর্তৃক আপিল করা যাবে;

(খ) WTO’s Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 এর অনুচ্ছেদ ১৭ মোতাবেক ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আদেশে Procedural এবং Substantive ত্রুটি থাকলে সেগুলো উল্লেখপূর্বক Consultation and Dispute Settlement-এর জন্য WTO-তে আবেদন করা যেতে পারে। WTO-তে আবেদনের পূর্বেও ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক Consultation করা যেতে পারে অথবা WTO-তে Panel গঠনের পূর্বেও দ্বি-পাক্ষিক Consultation হতে পারে।

২.২.৫ কাঁচাপাট ক্রয়ের ওপর ২ শতাংশ উৎসে কর রহিতকরণ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ

কাঁচাপাট ক্রয়ে ২ শতাংশ উৎসে কর রহিতকরণ বিষয়ে মতামত প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা করা হয়। ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত এস.আরও নং ১৭৩-অর্থ আইন/আয়কর/২০২১, তারিখ ০৩ জুন ২০২১ অনুযায়ী পাট সরবরাহকারীকে ২ শতাংশ হারে উৎসে কর প্রদানের বিধান রয়েছে। এস.আরও-টি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পাট সরবরাহকারীকে ২ শতাংশ হারে উৎসে কর দিতে হয়। অর্থাৎ, পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে যেসকল সরবরাহকারী পাট সরবরাহ করে থাকে তাদেরকে এ হারে উৎস কর দিতে হয় যা সরবরাহকারী তার ইনকাম ট্যাক্স ফাইলে লিপিবদ্ধ করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানগুলো পাট ক্রয়ের মূল্য পরিশোধের সময় এ কর কর্তনপূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা দিবেন। এই কর দায় পাটপণ্য

উৎপাদনকারী মিলসমূহের নয় বরং সরবরাহকারীর। এ বিষয়ে ইনকাম ট্যাক্স পরিপত্রের পরিশিষ্ট-১০ এর রুল ১৬ এর সংশ্লিষ্ট অংশ তুলে ধরা হলো:

সারণি-০৭: ইনকাম ট্যাক্স পরিপত্র অনুযায়ী উৎস কর

সরবরবহকারী দ্রব্য	কর কর্তনের হার
In case of supply of rice, wheat, potato, onion, garlic, peas, chickpeas, lentils, ginger, turmeric, dried, chillies, pulses, maize, coarse flour, flour, salt, edible oil, sugar, black pepper, cinnamon, cardamom, clove, date, cassia leaf, jute, cotton, yarn and all kinds of fruits.	2%

এমতাবস্থায়, কাঁচাপাট সরবরাহের ওপর ২ শতাংশ উৎসে কর যেহেতু সরবরাহকারীকে প্রদান করতে হয় এবং করদায় পাটপণ্য উৎপাদনকারীর মিলের নয় সেহেতু জুট মিলস এসোসিয়েশনের আবেদনের বিষয়ে তেমন করণীয় নেই মর্মে কমিশন হতে মতামত প্রেরণ করা হয়।

২.২.৬ কিচেনওয়্যার (নন-ইলেকট্রিক) পণ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে মতামত

বাংলাদেশ হোম এপ্লায়েন্স এন্ড কিচেনওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারস এসোসিয়েশন কর্তৃক উৎপাদিত কিচেনওয়্যার পণ্য (নন-ইলেকট্রিক) রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা/আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়। আবেদনটির বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন হতে বিষয়টির ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় ও মতামত সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের নিকট হতে সংগ্রহ করা হয়। তথ্যের ভেরিফিকেশন এবং প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও মেশিনারি স্থাপন সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত নমুনায়ন ভিত্তিতে স্পট ভেরিফিকেশন করা হয়। এছাড়া, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত মূল্য সংযোজন হার ও আইটিসি ট্রেড ম্যাপের তথ্য প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। কিচেনওয়্যার (নন-ইলেকট্রিক) পণ্য রপ্তানি বহুমুখীকরণে সম্ভাবনাময় একটি নতুন খাত। এ খাতের পণ্যসমূহে হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার রয়েছে। এখাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি উল্লেখ করার মত কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে একেবারই প্রতিযোগী নয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিযোগীতা করতে হয় চীন, ভারত, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকার মত দেশের সাথে যাদের অনেকের নিজ দেশেই কাঁচামালের প্রাপ্যতা রয়েছে। কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক হোম ও কিচেন এপ্লায়েন্স পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানি ভর্তুকি ১০ শতাংশ প্রযোজ্য রয়েছে। ডব্লিউটিও এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডি এন্ড কাউন্টারভেইলিং মেজার্স অনুযায়ী পণ্য রপ্তানি প্রতিযোগী করতে ও এনেক্স ৭(এ) অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে স্পেশাল ও ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে যা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য। কিচেনওয়্যার (নন-ইলেকট্রিক) পণ্যের গড় মূল্য সংযোজনের হার প্রায় ৩৩-৩৪ শতাংশ।

রপ্তানি নীতি মোতাবেক রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। তাই, কিচেনওয়্যার (নন-ইলেকট্রিক) পণ্যকে রপ্তানি প্রতিযোগী করতে নগদ সহায়তা/প্রণোদনার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের এফই সার্কুলারে কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক হোম ও কিচেন এপ্লায়েন্স পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানি ভর্তুকি ১০ শতাংশ প্রযোজ্য হওয়ার যে বিধান রয়েছে সেখানে "কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক/নন-ইলেকট্রিক হোম ও কিচেন এপ্লায়েন্স পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানি ভর্তুকি ১০ শতাংশ প্রযোজ্য হবে" মর্মে অন্তর্ভুক্ত করে কিচেনওয়্যার (ইলেকট্রিক) এর ন্যায় কিচেনওয়্যার (নন-ইলেকট্রিক) পণ্যকে সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে মর্মে কমিশন হতে মতামত প্রদান করা হয়।

২.২.৭ গ্রুপ অব কোম্পানির সহযোগি প্রতিষ্ঠানের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার সুবিধা প্রদান বিষয়ক প্রতিবেদন

গ্রুপ অব কোম্পানির সহযোগি প্রতিষ্ঠানের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার সুবিধা গ্রুপ-কে প্রদানের জন্য প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট আবেদন করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থবিভাগ, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি), বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ বিষয়ে মতামতের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বিটিটিসি-তে পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্র প্রাপ্তির পর বিষয়টি নিয়ে কমিশন কর্তৃক স্টাডি করা হয়। প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত চেয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে ২১ জুলাই ২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আবেদনকারীর নিকট হতে কোন তথ্য-উপাত্ত না পাওয়ায় সেকেন্ডারি অন্যান্য উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ও "ফ্যাক্ট এভেইলেবল"-এর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। ৪৩টি পণ্য/দ্রব্য রপ্তানির বিপরীতে সরকার কর্তৃক রপ্তানি প্রণোদনা/আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়। ইএক্সপি ইস্যুকারী অর্থাৎ রপ্তানির সকল কাগজ পত্র যে প্রতিষ্ঠানের নামে হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে যার ইন্ডাস্ট্রি সেটআপ রয়েছে সে প্রতিষ্ঠানই আর্থিক প্রণোদনা প্রাপ্তির দাবীদার। রপ্তানি প্রণোদনার আবেদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পের এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত রপ্তানি প্রত্যয়ন জমা দিতে হয় অথবা এসোসিয়েশন না থাকলে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো/নিযুক্ত অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত রপ্তানি প্রত্যয়ন জমা দিতে হয়। পরবর্তীতে রপ্তানির সকল তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত অডিট ফার্ম কর্তৃক ভেরিফিকেশন করা হয়। আর্থিক প্রণোদনা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন এফই সার্কুলারে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোই শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা রয়েছে। তাই, বলা যায় প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রাপ্তি ও সরকারের আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের বিষয় দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশে গ্রুপভিত্তিক ভর্তুকি উত্তোলন করার কোন নজির দেশে নেই মর্মে জানা যায়, শুধুমাত্র গ্রুপের যে প্রতিষ্ঠান রপ্তানি করে সে প্রতিষ্ঠানকেই ভর্তুকির জন্য বিবেচনা করা হয়।

এমতাবস্তায়, গ্রুপ অব কোম্পানির সহযোগি প্রতিষ্ঠানের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার সুবিধা গ্রুপকে নয় বরং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে প্রদানই যুক্তিযুক্ত। তাই, বর্তমানে যে পদ্ধতি রয়েছে তা বহাল রাখার পক্ষে কমিশন কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়।

২.২.৮ হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে সরকার প্রদত্ত নগদ সহায়তা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) কর্তৃক হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানির বিপরীতে ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা চেয়ে আবেদন করা হয়। এসোসিয়েশনভুক্ত সদস্যসমূহ বর্তমানে চিংড়ি রপ্তানিতে ১০% এবং অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে ৫% নগদ সহায়তা সুবিধা ভোগ করছে। কাঁচামালের স্বল্পতা, প্রতিযোগী দেশসমূহ হতে অধিক উৎপাদনশীল কমদামী ভেনামি চিংড়ি রপ্তানি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে রপ্তানি মূল্য কমে যাওয়া এবং উৎপাদন খরচ (ব্যাংক সুদ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী, শ্রমিক-কর্মচারী মজুরী, পরিবহন, স্টেশনারী ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) বহুগুন বেড়ে যাওয়ার কারণে নগদ সহায়তা বৃদ্ধির প্রয়োজন মর্মে এসোসিয়েশন দাবি করেছেন।সার্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ পরিলক্ষিত হয়:

ক) হিমায়িত মৎস্য ও চিংড়ি খাতটি প্রায় ১০০ শতাংশ মূল্য সংযোজনকারী দেশীয় পণ্য কিন্তু পণ্যগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ ও রপ্তানি ভিত্তি সুসংহত নয়;

খ) বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট পণ্যে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ১ শতাংশের অংশীদার। এ পণ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে কিন্তু সে অনুপাতে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি হয়নি;

গ) রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ এর ৫.৪.১(৩)-এ মূল্য সংযোজিত হিমায়িত মৎস্য-কে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডিজ এন্ড কাউন্টারভেইলিং মেজার্সের সাথে সংগতিপূর্ণ সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা বা ভর্তুকি প্রদানের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে;

ঘ) এ খাতটিকে সরকার ২০ বছর ধরে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করে আসছে কিন্তু এ ২০ বছরে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ২.৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ওপর আর্থিক প্রণোদনার কোন প্রভাব নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়;

ঙ) বর্তমানে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিতে ১০% এবং হিমায়িত অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে ৫% পর্যন্ত আর্থিক প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কম উৎপাদনশীল চিংড়ি চাষ করে অধিক উৎপাদনশীল ভেনামি চিংড়ির সাথে প্রতিযোগিতা করে রপ্তানি বৃদ্ধি প্রায় অসম্ভব। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ভেনামি চিংড়ি চাষের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

এমতাবস্তায়, বর্তমানে চিংড়ি ও হিমায়িত অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে আর্থিক প্রণোদনা বৃদ্ধি না করে অধিক উৎপাদনশীল ভেনামি চিংড়ি উৎপাদনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে মর্মে কমিশন হতে মতামত প্রেরণ করা হয়।

২.২.৯ PVC Resin ও PET Resin রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ক প্রতিবেদন

Basic Chemical Manufacturers Association of Bangladesh কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য PVC Resin ও PET Resin রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়। আবেদনকারী কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য PVC Resin এবং PET Resin পণ্যের স্থানীয় চাহিদা, উৎপাদন, আমদানির পরিমাণ, আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো ও রপ্তানির পরিমাণ পর্যালোচনা করে মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য PVC Resin এবং PET Resinএর চাহিদা, উৎপাদন, উৎপাদন খরচ, রপ্তানির পরিমাণ, রপ্তানি বাজার ও রপ্তানি মূল্য, মূল্য সংযোজনের হার, রপ্তানি নীতি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ এসোসিয়েশনের সদস্য শুধুমাত্র মেঘনা PVC Resin ও মেঘনা PET Resin লিমিটেড। কমিশনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

(ক) বর্তমানে দেশে PVC Resin ও PET Resin বাৎসরিক চাহিদা যথাক্রমে ৩,৫০,০০০ মেট্রিক টন ও ১,২০,০০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় যথাক্রমে ৫৯,২৫৮ ও ৬৫,১৯৮ মেট্রিক টন। অর্থাৎ চাহিদার সিংহভাগই আমদানি করতে হয়;

(খ) ২০২২-২৩ (মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত) অর্থবছরে PVC Resin রপ্তানি হয়েছে ১৪.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং PET Resin রপ্তানি হয়েছে ১০. ৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের;

(গ) প্রতি মেট্রিক টন PVC Resin এর রপ্তানি মূল্য ১১০০ মার্কিন ডলার এবং প্রতি মেট্রিক টন PET Resin এর রপ্তানি মূল্য ১৩০০ মার্কিন ডলার কিন্তু পণ্য দুটির উৎপাদন খরচ প্রতি টন যথাক্রমে ৮৩৫.৯২ এবং ১০৩৯.৬০ মার্কিন ডলার;

(ঘ) PVC Resin & PET Resin এর প্রতি মেট্রিক টনের মূল্য সংযোজনের হার যথাক্রমে ৪২.৮৭% ও ১৫.৭৮%;

(ঙ) PVC Resin& PET Resin উৎপাদনে রপ্তানিযোগ্য অংশে ব্যবহৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র-ব্যাক সিস্টেম বিদ্যমান রয়েছে। Meghna PVC ও PET Resin এর প্রতিষ্ঠানটি স্পেশাল ইকনোমিক জোন এ অবস্থিত হওয়ায় রপ্তানিতে ১% ক্যাশ সাবসিডি পেয়ে থাকে এবং ২০৩২ সাল পর্যন্ত আয়কর রেয়াত সুবিধা পেয়েছে।

সার্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে পণ্য দু'টি রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদানের যৌক্তিকতা নেই। তবে, রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে মূল্য সংযোজনের হার বিবেচনায় ভবিষ্যতে PVC Resin এর রপ্তানির বিপরীতে ১০% নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে মর্মে কমিশন হতে মতামত প্রেরণ করা হয়।

২.২.১০ উপজাত পণ্য জিংক এ্যাশ এপিসি ডাস্ট/রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড উপজাত পণ্য জিংক এ্যাশ/এপিসি ডাস্ট রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রেরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। উপজাত পণ্য জিংক এ্যাশ/এপিসি ডাস্ট উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রায়োগিক জ্ঞান লাভের জন্য চট্টগ্রামে অবস্থিত বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। ডব্লিউটিও এর Agreement on Subsidies and Countervailing Measures অনুযায়ী রপ্তানি ভর্তুকি দেয়ার সুযোগ নেই । তবে Agreement এর Annex -7 অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে এ বাধা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করায় আগামী ২০২৬ সালে বাংলাদেশ এ তালিকা হতে বের হয়ে আসবে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে রপ্তানিতে ভর্তুকির পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা যায় ।

পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, জিংক এ্যাশ একটি বর্জ্য পদার্থ। সুতরাং এটির রপ্তানি দেশের পরিবেশের জন্য কল্যাণকর কিন্তু কোন প্রকার প্রণোদনা ছাড়াই এর রপ্তানি উর্ধমুখী। বর্তমানে কোভিড পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতির পরিস্থিতি বিবেচনায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, এরূপ লাভজনক রপ্তানিতে পুনরায় অনুদান/প্রণোদনা প্রদান বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমীচীন হবে না। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আগামী অর্থবছরে তা বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে কমিশন হতে মতামত প্রেরণ করা হয়।

২.২.১১ বাংলাদেশ হতে ভারতে ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাস আমদানিতে ভারত সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত

বাংলাদেশ হতে ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাস আমদানিতে ভারত সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত শুরু করা হয়। গত ২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ভারতের ডিজিটিআর কর্তৃক শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৫-২৭ মে ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ভারতের তদন্তকারী দল বাংলাদেশ স্পট ভেরিফিকেশন করেন। ২৯ জুন ২০২২ তারিখে ডিজিটিআর কর্তৃক কেসের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সেখানে বাংলাদেশ হতে ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাস আমদানিতে সর্বনিম্ন রেফারেন্স মূল্য প্রতি টনে ৩০৬.১০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিশন হতে বিষয়টি জানিয়ে সকল স্টেকহোল্ডারদের পত্র প্রেরণ করা হয়।

২.২.১২ গরু ও মহিষ শিং ও হাঁড়ের গুড়া, নাড়ী ভুড়ি রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার পরিমান ১০% থেকে ২০% উন্নীতকরণ

রপ্তানি উৎসাহিত করণের জন্য গরু ও মহিষ শিং ও হাঁড়ের গুড়া, নাড়ী ভুড়ি রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার পরিমান ১০% থেকে ২০%- এ বৃদ্ধিকরণের আবেদন এর বিষয়টি বিবেচনায় বিশ্ব অর্থনীতির

পরিস্থিতি ও সরকারের আর্থিক সংশ্লিষ্ঠতায় বিদ্যমান নগদ সহায়তার হার ১০% বহাল রাখা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

২.২.১৩ জাতীয় পাটজাত সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

জাতীয় পাটজাত সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের মতামত উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।

২.২.১৪ হিমায়িত কাঁকড়া/ফ্রোজেন সফট শেল ক্রাব রপ্তানিতে ভর্তুকি প্রদান প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ লাইভ এন্ড চিল্ড ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএলসিইএ) এর পরিবর্তে বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) এক্সপোর্ট এ্যাসোসিয়েশনের সনদপত্র দাখিল বিষয়ক

হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) এর সদস্য এবং হিমায়িত পণ্য রপ্তানির বিপরীত ভর্তুকি/প্রণোদনা প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এবং এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএলসিইএ) কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করে। হিমায়িত কাঁকড়া/ফ্রোজেন সফট শেল ক্রাব রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানও **বিএফএফইএ** এর সদস্য। কাজেই হিমায়িত কাঁকড়া রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে **বিএলসিইএ** এর সনদের পরিবর্তে **বিএফএফইএ** সনদ পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভর্তুকি প্রদান করার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সার্কুলারে অন্তুর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদনকারী অনুরোধ জানিয়েছেন ।

হিমায়িত কাঁকড়া/ফ্রোজেন সফট শেল ক্রাব রপ্তানিতে ভর্তুকি প্রদান প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ লাইভ এন্ড চিল্ড ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (**বিএলসিইএ**) এর পরিবর্তে বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) সনদপত্র দাখিল বিষয়ে মতামত প্রস্তুত করে কমিশন হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

২.২.১৫ সিমেন্ট রপ্তানিতে ১০% নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান বিষয়ক

Bangladesh Cement Manufacturers Association (BCMA) কর্তৃক সিমেন্ট রপ্তানিতে ১০% নগদ সহায়তা মঞ্জুরসহ Duty Drawback এর প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়।

আবেদনে চাহিত বিষয়টি নিয়ে স্টাডি ও মতামত প্রস্তুতকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনকে গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ ইং তারিখে তথ্য উপাত্ত প্রদানের জন্য কমিশন হতে নির্দিষ্ট ছকসহ পত্র প্রেরণ করা হয়। এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে ০১ (এক) মাস সময়সীমা চেয়ে ০৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ই-মেইলে আবেদন করা হয়। তথ্য-উপাত্ত না পাওয়ায় কমিশন হতে তাগিদ দেয়া হলে ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ তারিখে দুই মাস সময় চেয়ে এসোসিয়েশন হতে আবারো ই-মেইলে

আবেদন করা হয় এবং সে সময়সীমা ১৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে শেষ হয়। আবেদনকারীর নিকট হতে তথ্য-উপাত্ত না পাওয়ায় নগদ সহায়তা সংক্রান্ত আবেদনটির বিষয়ে স্টাডি করা সম্ভব হয়নি এবং কমিশনের পক্ষ হতে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রস্তুত করাও সম্ভব হয়নি মর্মে জানিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

২.৩ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

০১. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর দেশের বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

০২. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য কর্মশালা আয়োজন;

০৩. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন;

০৪. কোন পণ্যের ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৫. কোন পণ্যের ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৬. কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৭. স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী (এসপিএস) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

০৮. টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (টিবিটি) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

০৯. আমদানিকারক দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী রপ্তানিকারকদের বিরুদ্ধে অসাধু পন্থায় রপ্তানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

১০. দেশীয় প্রতিষ্ঠানের আবেদন/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে ভর্তুকি/আর্থিক প্রণোদনার বিষয়ে স্টাডি পরিচালনা ও মতামত প্রেরণ।

বাণিজ্য নীতি বিভাগ

৩. ভূমিকা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের ন্যায়সংগত স্বার্থ সংরক্ষণ। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস-বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতগুলি অর্থনৈতিক নির্দেশক যেমন: ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেস্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। এছাড়া, প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে। তাছাড়া, নিয়মিত মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের ‘মনিটরিং সেল’ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের ‘দ্রব্যমূল্য মনিটরিং’-এর কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, Control of Essential Commodities Act, 1956 (section-3) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ আদেশের আওতায় চিনি ও ভোজ্যতেল প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই, ২০১২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশে পেঁয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, সকল ধরণের মশলা এবং খাবার লবণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে মোতাবেক সকল পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মূল্য পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০ জুন, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পের বিভিন্ন খাত-উপখাত ভিত্তিক ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে “শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণ” বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এ কমিটির অনুমোদনক্রমে শুল্ক সংক্রান্ত সুপারিশ বাজেটে প্রতিফলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

৩.১ বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ

(ক) কম পক্ষে ১০টি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(খ) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে ৩টি সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন।

(গ) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শুল্ক ১টি সচেতনতামূলক গণশুনানি আয়োজন।

২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তদারকি

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ এবং রয়টার্স থেকে আন্তর্জাতিক বাজারদর সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে কমপক্ষে ০৫ টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের ওপর প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৩। গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন

Dry Fish : An Emerging Addition in export Basket সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন; লিটারেচার রিভিউ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, সেমিনার আয়োজন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৩.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

৩.২.১ স্থানীয় বাজারে পরিশোধিত চিনির সাপ্লাই চেইন অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন

বাংলাদেশে পরিশোধিত চিনির চাহিদা প্রায় ২০-২২ লক্ষ মে.টন। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করতে আমদানির মাধ্যমে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত চিনি এবং স্থানীয় আখ থেকে উৎপাদিত চিনি ব্যবহৃত হয়। দেশে প্রতি বছর ২২-২৪ লক্ষ মে. টন অপরিশোধিত চিনি এবং ৫০ হাজার মে.টন পরিশোধিত চিনি আমদানি হয়ে থাকে। এ ছাড়া, স্থানীয় চিনিকলগুলো স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আখ থেকে বছরে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার মে.টন পরিশোধিত চিনি উৎপাদন করে থাকে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত চিনি দেশের চাহিদার ১.৫% পূরণ করে। যে পরিমাণ পরিশোধিত চিনি আমদানি হয় তা মূলতঃ ঔষধ কোম্পানির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় বাজারে ৯৭% চিনির সরবরাহ হয় আমদানিকৃত অপরিশোধিত চিনি থেকে উৎপাদিত পরিশোধিত চিনির মাধ্যমে এ কারণে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আমদানিকৃত অপরিশোধিত চিনি থেকে উৎপাদিত পরিশোধিত চিনির সাপ্লাই চেইন বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালা শুল্কহার ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কমিশনের নিম্নোক্ত মতামত প্রস্তুত করা হয়।

কমিশনের মতামত:

সাপ্লাই চেইন অধিকতর কার্যকর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ: চিনি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদিত পণ্য দু'ভাবে বাজারজাত করে থাকে। পরিবেশক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কনজ্যুমার প্যাক বাজারজাত করে থাকে। এক্ষেত্রে সরবরাহ লাইন বা সাপ্লাই চেইনে কোন প্রকার সমস্যা পরিলক্ষিত হয় না। অপরদিকে খোলা/বাল্ক চিনি বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান যে সাপ্লাই চেইন তা বাজারে চিনির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করার সুযোগ রয়েছে। চিনির স্বাভাবিক প্রবাহ সৃষ্টির নিমিত্ত সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে মর্মে মতামত জানানো হয়:

❖ **স্বল্প মেয়াদে গৃহীত পদক্ষেপ:**

১) চিনি সরকার ঘোষিত একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আমদানি, উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা সহজিকরণের নিমিত্ত সরকার Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act 1 of 1956)-এর অধীনে অত্যবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ জারি করেছে। উক্ত আদেশে চিনির উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে যা অনুসরণ করা হলে সাপ্লাই চেইন অধিকতর কার্যকর করা সম্ভব;

২) মিল মালিকদের উৎপাদন ক্ষমতার অতিরিক্ত সাপ্লাই অর্ডার (এসও) ইস্যু না করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

৩) চিনি বাজারজাতকরণে শতভাগ কনজ্যুমার প্যাকের ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কর্পোরেট ক্রেতার জন্য ৫০ কেজি বস্তা এবং অধিকতর কম ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রেতার জন্য ০.৫, ১, ২ ও ৫ কেজির পাউস প্যাক এর প্রবর্তন করে বাজারজাত করা যেতে পারে;

৪) চিনি বিক্রয়ের নিমিত্ত চিনি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ইস্যুকৃত সাপ্লাই অর্ডার (এস ও) যে এলাকায় চিনি বিক্রয়ের জন্য ইস্যু করে সে এলাকা ব্যতীত অন্য এলাকায় যেন চিনি সরবরাহ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

৫) মিলগেট কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য কমপক্ষে ১০ (দশ) দিন যেন স্থিতিশীল থাকে সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

৬) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে চিনির আমদানি শুল্ক কমিয়ে চিনির মূল্য স্থিতিশীল করা যেতে পারে।

৭) চিনি পরিশোধনে স্থানীয় মূল্য সংযোজন বিবেচনায় পরিশোধিত ও অপরিশোধিত চিনির মধ্যে শুল্কহারের পার্থক্য হ্রাস করা যেতে পারে;

৮) বাজারে পরিশোধনকারী মিলের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

দীর্ঘ মেয়াদে গৃহীত পদক্ষেপ:

সাধারণ ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা ও স্থানীয় বাজারের প্রকৃতি বিবেচনায় বাংলাদেশে শতভাগ চিনি কনজ্যুমার প্যাক করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় বাজারজাতকৃত চিনির ৯৫% বাল্ক আকারে পাইকারি/সেকেন্ডারি বাজারে বিক্রয় হয়ে থাকে। এ ধরণের সেকেন্ডারি মার্কেট মিল মালিক বা সরকারি সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। তাই অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সেকেন্ডারি বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য কমোডিটি এক্সচেঞ্জ গঠন করা যেতে পারে। যেখানে সেকেন্ডারি ক্রেতা/ ট্রেডাররা নিবন্ধিত হয়ে এ সকল অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করলে তা সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৩.২.২ বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে FOB পদ্ধতিতে পণ্য আমদানির আদেশ জারির বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে FOB পদ্ধতিতে পণ্য আমদানির আদেশ জারি বিষয়ে মতামত প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়।

০২। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯, Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. Vll of 1947), ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পাবলিক সেক্টরে ক্রয়/চুক্তির অধীন দরপত্র আহবান/মালামাল পরিবহন সংক্রান্ত পরিপত্র, একাদশ জাতীয় সংসদের

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪২তম বৈঠকের ১০.৩ নং সিদ্ধান্ত বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা ও অন্যান্য বিধি-বিধান পর্যালোচনাপূর্বক কমিশনের নিম্নোক্ত মতামত প্রস্তুত করা হয়।

কমিশনের মতামত:

দেশের শিপিং খাতের প্রসার বিবেচনায় সরকারি আমদানি, বেসরকারি খাতের উৎপাদন উপকরণাদি আমদানি এবং বাণিজ্যিক আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ অনুযায়ী ও অন্যান্য সরকারি বিধি-বিধান বিবেচনা সাপেক্ষে FOB পদ্ধতিতে পণ্য আমদানির আদেশ জারির পূর্বে সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্যের পরিবহন সক্ষমতার বিষয়টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে FOB ভিত্তিক আমদানি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৩.২.৩ কয়লার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারদর পর্যালোচনা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

বাংলাদেশ কয়লা প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি কয়লা প্রস্তুতের অন্যতম কাঁচামাল কয়লার বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বরাবর আবেদন করে। আবেদনটি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে প্রেরণ করে। এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক কয়লার আন্তর্জাতিক বাজারদর, আমদানি মূল্য, এলসি খোলা মূল্য, আমদানি শুল্ক ও স্থানীয় বাজারদর পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হয়:

কমিশনের মতামত:

১ .গত তিনমাসে কয়লার আন্তর্জাতিক বাজারদর, স্থানীয় আমদানি মূল্য এবং আমদানির নিমিত্ত এলসি খোলা মূল্য ও আমদানি ব্যয় পরিশোধে ব্যবহৃত ডলারের বিনিময় হার বিবেচনায় স্থানীয় বাজারে সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাসের পর মূল্য বৃদ্ধির যৌক্তিক কারণ নেই বিধায় মূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

২ .অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ অনুযায়ী কয়লা একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য তাই প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর কয়লার আমদানি মূল্যের সাথে স্থানীয় মূল্যের যথাযথ সমন্বয়ের নিমিত্ত কয়লার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারদর পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে;

৩. বিকল্প জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার বিবেচনায় কয়লা আমদানিতে অ্যাডভ্যালোরেম ভ্যাট এর পরিবর্তে স্পেসিফিক ভ্যাট আরোপ করা যেতে পারে।

৩.২.৪ আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট 'খ' এর ক্রমিক নং ১৮-সংশোধন সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন

বাংলাদেশের একমাত্র পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান মেঘনা পিভিসি লিঃ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কাঁচামাল হিসেবে আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট 'খ' এর ক্রমিক নং ১৮-ভুক্ত পণ্য ETHYLENE (HS CODE: 2711.14.00) এবং PROPYLENE (HS CODE: 2711.14.00) লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস ও লিকুইফাইড প্রপেন ও বিউটেন্স (এলপিজি'র অংশ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কাঁচামাল হিসেবে ETHYLENE (HS CODE: 2711.14.00) এবং PROPYLENE (HS CODE: 2711.14.00) আমদানিযোগ্য করার নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। বিষয়টি

আমদানি নীতি আদেশ সংশোধন সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ, মেঘনা পিভিসি লিঃ এর উৎপাদন পদ্ধতি, আমদানিতব্য ETHYLENE সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্টোরেজ পদ্ধতি ও পরিবহণের জন্য বিশেষায়িত কার্গো ইত্যাদির গুণগত মান বিবেচনায় কমিশনের এর সুপারিশ নিম্নরূপ প্রণয়ন করা হয়।

কমিশনের সুপারিশ:

বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশের আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট ‘খ’ এর ক্রমিক নং ১৮- নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা যেতে পারেঃ ‘পিভিসি (Polyvinyl chloride) রেজিন উৎপাদনকারী, লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি), লিকুইফাইড প্রপ্রেন ও বিউটেনস (যা এলপিজি’র অংশ) ব্যতীত পেট্রোলিয়াম গ্যাস এবং অন্যান্য গ্যাসীয় হাউড্রোকার্বন (এইচএস হেডিং ২৭.১১ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড)’।

৩.২.৫ কালার কসমেটিক্স, স্কিন কেয়ার, পার্সোনাল ও হোম কেয়ার পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যতম মৌলিক উপকরণ- ভিটামিন (এইচ এস হেডিং নং ২৯.৩৬) আমদানির নিমিত্ত আমদানি নীতি আদেশ সংশোধন সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত

স্থানীয় কালার কসমেটিক্স, স্কিন কেয়ার, পার্সোনাল ও হোম কেয়ার পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান “রিমার্ক এইচবি লিমিটেড” বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ এর উপানুচ্ছেদ ২৫(৯)(খ) সংশোধনের নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। বর্ণিত বিষয়ে মতামত প্রেরণের জন্য কমিশন কর্তৃক কালার কসমেটিক্স, স্কিন কেয়ার, পার্সোনাল ও হোম কেয়ার পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে এইচ.এস হেডিং ২৯.৩৬ আমদানির প্রয়োজনীয়তা, পোষক প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল প্রাপ্যতার সুপারিশ, উৎপাদিত পণ্যের উপকরন-উৎপাদন সহগ (মূসক-৪.৩), আমদানি নীতি আদেশ সংশোধন সংক্রান্ত ধারা ও উপধারা পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হয়:

কমিশনের সুপারিশ:

স্থানীয় কালার কসমেটিক্স, স্কিন কেয়ার, পার্সোনাল ও হোম কেয়ার পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে এইচ.এস হেডিং ২৯.৩৬ ভিটামিন আমদানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশের এ সংশ্লিষ্ট উপানুচ্ছেদ ২৫(৯)(খ) সংশোধন করে ঔষধ শিল্পের পাশাপাশি ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আই.আর.সি হোল্ডার কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ উৎপাদনকারী শিল্পকে যুক্ত করা যেতে পারে। তবে ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আই.আর.সি হোল্ডার কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ উৎপাদনকারী শিল্প কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশের এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৪(খ) এর শর্ত আরোপ করা যেতে পারে।

৩.২.৬ স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

এ্যাসোসিয়েশন অব স্কিন কেয়ার এন্ড বিউটি প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স ও এক্সপোর্টার্স অব বাংলাদেশ এবং কালার কসমেট্রিক্স ও স্কিন কেয়ার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রিমার্ক এইচ.বি লিমিটেড স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড

ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। আবেদনের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক আবেদন পর্যালোচনার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে কালার কসমেটিক্স ও স্কিন কেয়ার পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, স্থানীয় চাহিদা, আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার, স্থানীয় উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল, কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার, স্থানীয় উৎপাদনের পরিমাণ, বিদ্যমান শুল্কায়ন যোগ্য মূল্য ও স্থানীয় বাজার মূল্য পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করা হয়:

কমিশনের সুপারিশ:

স্থানীয় শিশু শিল্প বিবেচনায় স্থানীয় স্কিন কেয়ার এন্ড কালার কসমেটিক্স শিল্প কে নির্দিষ্ট মেয়াদে নিম্নরূপ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারেঃ

১) স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্যারা-২ এ উল্লিখিত পণ্য সমূহে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সম্পূরক শুল্ক (এস.ডি) অব্যাহতি এবং মূল্য সংযোজন কর শুধু বিক্রয় পর্যায়ে ৫% নির্ধারন করে আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।

২) স্থানীয় উৎপাদনে বিনিয়োগ উৎসাহিত করণে প্রতিবেদনের প্যারা-৬ এ প্রদত্ত শর্তারোপ করে এ শিল্পের জন্য বিশেষ এস.আর.ও জারির মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানিতে শুল্করেয়াত প্রদান করা যেতে পারে;

৩) কালার কসমেট্রিক্স খাতে সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে যথাযথ মূল্যে শুল্কায়ন হওয়ার সুবিধার্থে কাষ্টমস ডিউটি (সিডি) প্রতি কেজির মূল্য স্পেসিফিক করা যেতে পারে;

৪) কালার কসমেটিক্স শুল্কায়নের ক্ষেত্রে নেট ওয়েটের পরিবর্তে গ্রস ওয়েট বিবেচনায় শুল্কায়ন করা যেতে পারে।

৩.২.৭ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভূক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

৩.২.৭.১ শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

মেসার্স কালার প্লাস মাস্টারব্যাচ (এইচএস কোড: ৩২০৬.১৯.১০, ৩২০৬.১৯.২০, ৩২০৬.১৯.৯০ এবং ৩২০৬.৪৯.০০) সঠিকভাবে শুল্কায়নের জন্য কমিশনে আবেদন করে। স্থানীয় মাস্টারব্যাচ উৎপাদনকারী শিল্প কর্তৃক তিন ধরণের মাস্টারব্যাচ উৎপাদন হয়ে থাকে। যথাক্রমে ফিলার মাস্টারব্যাচ, কালার মাস্টারব্যাচ ও অন্যান্য মাস্টারব্যাচ। সম্প্রতি কিছু আমদানিকারক ব্লাক মাস্টারব্যাচকে এর কাঁচামাল বিবেচনায় কালার মাস্টারব্যাচ হিসেবে শুল্কায়ন না করে ৩২০৬ এইচএস হেডিং এর অধীনে ৩২০৬.৪৯.০০ এর মাধ্যমে শুল্কায়ন করছে বলে আবেদনকারী আবেদনে উল্লেখ করেছে। উল্লেখ্য, কালার মাস্টারব্যাচ মূলতঃ এইচ.এস.কোড ৩২০৬.১৯.২০ এর অধীনে শুল্কায়ন করা উচিত। যেহেতু একই এইচএস হেডিং এর অধীনে এইচ.এস.কোড ৩২০৬.৪৯.০০ এর মাধ্যমে শুল্কায়ন করছে তাই এ ধরণের শুল্কায়ন প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতির লক্ষ্যে সমজাতীয় পণ্য হিসেবে এইচ.এস.কোড ৩২০৬.৪৯.০০ এর আমদানি শুল্ক ৩২০৬.১৯.১০, ৩২০৬.১৯.২০ ও ৩২০৬.১৯.৯০ এর ন্যায় করা হলে এ ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হবে না এবং স্থানীয় মাস্টারব্যাচ উৎপাদনকারী শিল্প আমদানিকৃত মাস্টারব্যাচের সাথে অসমপ্রতিযোগিতার স্বীকার হবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের সুপারিশ ছিল নিম্নরপ:

কমিশনের সুপারিশ:

স্থানীয় মাস্টারব্যাচ উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় আমদানিকৃত মাস্টারব্যাচ যেন প্রকৃত এইচ.এস.কোড ব্যতীত অন্য এইচ.এস.কোডের অধীন শুল্কায়ন করতে না পারে সে লক্ষ্যে এইচএস হেডিং ৩২০৬ এর

অধীন এইচ.এস.কোড ৩২০৬.৪৯.০০ এ আমদানিতে বিদ্যমান সিডি ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% এ জুন ২০২৪ পর্যন্ত উন্নীত করা যেতে পারে।

৩.২.৭.২ শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

Bangladesh Electrical, Electronics and Home Appliances Manufacturers & Exporters Association (BEEMEA) স্থানীয়ভাবে টিভি উৎপাদনকারী শিল্প বিকাশ ও স্থানীয় মূল্য সংযোজন উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ বিযুক্ত অবস্থায় (সিকেডি) টিভি আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক অব্যাহতি সুবিধায় পরিবর্তন এনে প্রকৃত উৎপাদনকারী শিল্পের অনুকূলে সুবিধা প্রবর্তনের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করে। আবেদনটি কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় বিদ্যমান অবস্থায় উৎপাদনকারী হিসেবে নিবন্ধিত যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান শিল্প আইআরসি'র বিপরীতে টিভির অন্যতম পার্টস ওপেন সেল এইচএস কোড ৮৫২৯৯০.২২ ও এলইডি বাল্ব এইচএস কোড ৮৫২৯৯০.২১ আমদানিতে সিডি ০% সুবিধা প্রদান করেছে। বিদ্যমান অবস্থায় উৎপাদনকারীর ন্যায় কতিপয় সংযোজনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান একই সুবিধায় টিভি উৎপাদনে ব্যবহৃত পার্টসগুলি আমদানি করছে। উল্লেখ্য, টিভির মূল পার্টস ওপেন সেল ও এলইডি বাল্ব উইথ বার অধিক মূল্য প্রদর্শন করে অন্যান্য পার্টসে কমমূল্য প্রদর্শনপূর্বক আমদানির সুবিধা থাকায় একদিকে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে অন্যদিকে স্থানীয় প্রকৃত উৎপাদনকারী অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণের আলোকে স্থানীয় অগ্রগামী টিভি উৎপাদনকারীর মূল্য সংযোজন বিবেচনায় এনে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মূল পার্টস ও গুরুত্বপূর্ণ পার্টস এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে টিভির যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে মূল পার্টস ও গুরুত্বপূর্ণ পার্টস স্থানীয় উৎপাদন করার শর্ত সংযোজন সাপেক্ষে ওপেন সেল ও এলইডি বাল্ব উইথ বার আমদানিতে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে এসআরও জারিকরণের মাধ্যমে স্থানীয় টিভি উৎপাদনকারী শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া, স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিতকরণে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মূল পার্টস ও গুরুত্বপূর্ণ পার্টস এর কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কাঁচামালের বিদ্যমান শুল্কহার বিবেচনায় দু'টি টেবিল প্রণয়নপূর্বক শুল্ক অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:

কমিশনের সুপারিশ:

(ক) ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আইআরসি হোল্ডার এন্ড্রয়েড বক্স উৎপাদনকারী শিল্প কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, পার্টস ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে বিশেষ এসআরও জারির মাধ্যমে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে;

(খ) এন্ড্রয়েড বক্স আমদানির ক্ষেত্রে এইচএস হেডিং ৮৫১৭ এর অধীন এইচ.এস.কোড সৃজনপূর্বক সম্পূর্ণায়িত পণ্য হিসেবে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ২৫% নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৩.২.৭.৩ শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রেরিত আবেদনটি কমিশনে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, এইচ.এস হেডিং ৮৪১৮ এর অধীন এইচ.এস.কোড ৮৪১৮.৬৯.১০ এ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল চিলার এবং এইচ.এস.কোড ৮৪১৮.৬৯.৯৯ এ নন-ইন্ডাষ্ট্রিয়াল চিলার আমদানিযোগ্য। এসোসিয়েশন কর্তৃক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল চিলার আমদানি করতে হলে এইচ.এস.কোড ৮৪১৮.৬৯.১০ এর মাধ্যমে আমদানি করতে হবে। কিন্তু এ এইচএসকোডের অধীনে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ বিটিইউএ'র বার পর্যন্ত আমদানির সুযোগ রয়েছে। প্লাস্টিক ইন্ডাষ্ট্রি কর্তৃক বিভিন্ন সাইজ এবং বিভিন্ন

উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী চিলার আমদানি করা হয়। সর্বনিম্ন ২ লক্ষ বিটিইউএর বার থাকার কারণে ২ লক্ষ বিটিআইএর নিচে চিলার আমদানিতে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা পাচ্ছে না। তাই এ সমস্যা সমাধানকল্পে ৮৪১৮ এইচএস হেডিং এর অধীন চিলার Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant Plastic Products Mfg নামে এইচ.এস.কোড সৃজনপূর্বক শুল্ক রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য আবেদনকারী অনুরোধ জানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:

কমিশনের সুপারিশ:

এইচএস হেডিং (৮৪১৮) এর অধীন চিলার Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant Plastic Products Mfg নামে এইচএসকোড সৃজনপূর্বক শুল্ক রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৩.২.৭.৪ শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান Akij Biax Films Ltd গত ২০১৮ সালে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। BOPP, BOPET ও CPP ফ্লিম মূলতঃ পানি, বায়ু ও অক্সিজেন প্রতিরোধক হিসেবে প্যাকেজিং শিল্পে বহুল ব্যবহৃত একটি কাঁচামাল। বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য সংরক্ষণ, তামাকজাত পণ্যের প্যাকেজিং, পানি প্রতিরোধক কাগজ লেমিনেশন, এডহেসিভ টেপ ইন্ডাষ্ট্রিজ, সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহৃত র‌্যাপিং পলি ও গার্মেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত ট্যাগ ও বিশেষায়িত পণ্য প্যাকেটজাতকরণে এ ধরনের ফ্লিম ব্যবহৃত হয়।

স্থানীয় চাহিদা পূরণ করার উৎপাদন ক্ষমতা থাকলেও কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার ও সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার এবং শুল্কায়নযোগ্য মূল্য বিবেচনায় এ শিল্পের প্রতিরক্ষণমাত্রা যথাযথ নয় মর্মে আকিজ বায়াক্স ফিল্মস লিঃ কর্তৃক কমিশনে আবেদন জানানো হয়। যেহেতু প্রধান কাঁচামাল আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ৫% আরোপিত তাই সিডি কমিয়ে সুরক্ষা প্রদান করা কঠিন। তাই শুল্ক হ্রাস সংক্রান্ত গঠিত কমিটির সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি মধ্যবর্তী কাঁচামালের শুল্ক বৃদ্ধির বিপক্ষে মত প্রদান করেন। কাঁচামাল আমদানি এবং উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতির বিষয় বিবেচনার পক্ষেও মত ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া, আমদানিকৃত পণ্য যথাযথ শুল্কায়ন এবং বন্ডের অব্যবহার রোধের মাধ্যমে স্থানীয় এ মধ্যবর্তী কাঁচামাল উৎপাদনকারী শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান করা যেতে পারে। আমদানিকৃত পণ্যের যথাযথ শুল্কায়নের লক্ষ্যে যেহেতু সর্বনিম্ন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ও ট্যারিফ ভ্যালু আরোপ করা ডব্লিউটিও'র রুলস এর সাথে সাংঘর্ষিক তাই সরকার কাস্টমস ডিউটি (সিডি) মিশ্র শুল্ক (মিক্সড ডিউটি) আরোপের বিষয় বিবেচনা করতে পারে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার আলোকে স্থানীয় ভ্যাট রেজিস্টার্ড প্লাস্টিক পণ্য (বিওপিপি ফিল্ম ও অন্যান্য ফিল্ম) উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এ ছাড়া, সম্পূর্ণায়িত পণ্য যথাযথ মূল্যে শুল্কায়নের লক্ষ্যে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) মিশ্র শুল্ক (মিক্সড ডিউটি) আরোপের বিষয় বিবেচনা করতে পারে এবং বন্ডের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের অপব্যবহাররোধে বন্ডের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য কঠোর মনিটরিং-এর আওতায় আনা যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:

কমিশনের সুপারিশ:

(ক) স্থানীয় ভ্যাট রেজিস্টার্ড প্লাস্টিক পণ্য (বিওপিপি, বিওপিইটি এবং সিপিপি ফিল্ম) উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট ও এটি (AT) এবং উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

(খ) সম্পূর্ণায়িত পণ্য এইচ.এস.কোড 3920.20.90, 3920.20.20, 3920.63.10, 3920.69.20, 3920.62.90, 3919.90.10 ও 3919.10.90 আমদানি কালে তা যথাযথ মূল্যে শুল্কায়নের লক্ষ্যে মিনিমাম ভ্যালু বা ট্যারিফ ভ্যালু উঠিয়ে দিয়ে কাস্টমস ডিউটি (সিডি)-কে (মিক্সড ডিউটি)-তে রূপান্তরের বিষয় বিবেচনা করতে পারে;

(গ) এইচ এস কোড 3920.20.90 ও 3920.20.20 আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫%-এ উন্নীত করা যেতে পারে; এবং

(ঘ) বন্ডের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের অপব্যবহাররোধে বন্ডের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য কঠোর মনিটরিং-এর আওতায় আনা যেতে পারে।

৩.২.৮ আয়কর অবকাশ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ

মেসার্স গ্রাইন্ড টেক লিমিটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতভুক্ত অ্যাব্রেসিভ/স্যান্ডপেপার (শিরিশ কাগজ) উৎপাদনকারী শিল্পকে আমদানি বিকল্প শিল্পখাত বিবেচনায় দীর্ঘ মেয়াদে আয়কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করে।

গ্রাইন্ড টেক লিমিটেডে দেশে প্রথমবারের মতো গড়ে উঠা শিরিষ কাগজ (অ্যাব্রেসিভ/স্যান্ডপেপার) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও আমদানি বিকল্প পণ্য বিবেচনায় গ্রাইন্ড টেক লি. ইউরোপীয় মানের শিরিশ কাগজ উৎপাদনকারী কারখানা সিলেট জেলার জৈন্তা থানার আওতাধীন জৈন্তাপুর এলাকায় স্থাপন করেছে। বিশ্বে অল্প কিছু দেশ শিরিশ কাগজ/কাপড় সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলো উৎপাদন করে। গত বাজেটে হালকা প্রকৌশল খাতভুক্ত বিভিন্ন শিল্পের আয়কে দীর্ঘমেয়াদে কর অব্যাহতি সুবিধা দেয়া হলেও, এ শিল্পকে সে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নতুন এ শিশু শিল্পটি প্রাথমিকভাবে আমদানিকৃত আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। প্রাথমিক অবস্থায় কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার ন্যূনতম ব্যবহারের কারণে উৎপাদন ব্যয় বেশী হবে। তাই আয়কর অব্যাহতি না পেলে এ খাতের বিনিয়োগ অনিশ্চতার মধ্যে পড়বে। এমতাবস্থায় আমদানি বিকল্প এই শিল্পখাতকে (অ্যাব্রেসিভ বা শিরিশ কাগজ) আমদানিকৃত পণ্যের সাথে দীর্ঘমেয়াদে প্রতিযোগীতায় টিকিয়ে রাখার সুযোগ সৃষ্টি করতে দীর্ঘমেয়াদে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা হলে এ খাতে অনেক প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:

কমিশনের সুপারিশ:

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 46 BB (2)(a) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত শিল্পখাতের তালিকায় অ্যাব্রেসিভ/স্যান্ডপেপার (শিরিশ কাগজ) উৎপাদনকারী শিল্পকে যুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হল।

৩.২.৯ স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত বাইসাইকেল রিকশার পার্টস ফ্রী হুইল ও স্প্রোকেট শিল্পকে শুল্ক সহায়তা সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বাইসাইকেল এবং রিকশার পার্টস ফ্রী হুইল ও স্প্রোকেট এইচ.এস.কোড ৮৭১৪.৯৩.১০ ও ৮৭০৮.৯৯.০০ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ বাইসাইকেল মার্চেন্ট এসেম্বলিং এন্ড ইম্পোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট আবেদন করেছে। এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত ফ্রী হুইল ও স্প্রোকেট এর স্থানীয় চাহিদা, উৎপাদন, আমদানির পরিমাণ, আমদানিমূল্য, আমদানি শুল্ক, শুল্কায়নযোগ্য মূল্য, কাঁচামাল, কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক কমিশনের নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হয়।

কমিশনের মতামত:

স্থানীয় বাইসাইকেল উৎপাদনকারী শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প স্প্রোকেট এবং ফ্রী হুইল উৎপাদনকারী শিশু শিল্পের যথাযথ বিকাশ ও আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনের নিমিত্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এইচ.এস কোড ৮৭১৪.৯৩.১০ (ফ্রী হুইল) আমদানিতে ২৫% সিডিসহ মোট শুল্ক ৫৮.৬% এবং ৮৭০৮ এইচ.এস হেডিং এর অধিনে স্প্রোকেট নামে এইচ.এস কোড সৃজনপূর্বক তাতে এইচ.এস কোড ৮৭১৪.৯৩.১০ (ফ্রী হুইল) এ প্রস্তাবিত শুল্ক আরোপ করতে পারে।

৩.৩ বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ

(ক) দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(খ) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন।

(গ) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে সচেতনতামূলক গণশুনানি আয়োজন।

২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তদারকি

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্রগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ এবং রেফিনিটিভ কমোডিটিস প্রাইস সফটওয়্যার থেকে আন্তর্জাতিক বাজারদর সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের ওপর প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৩। গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন

Terry Towel: An Export Perspective সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন; লিটারেচার রিভিউ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, সেমিনার আয়োজন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ

৪.০ ভূমিকা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে পাথেয় করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পথে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের এ যাত্রাকে সমুন্নত রাখতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণে কমিশন বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সরকার বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণকরতঃ বাজার সম্প্রসারণ করা, বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন সম্পাদন, অবকাঠামোর উন্নয়ন, বাণিজ্য সহজীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারের এ সকল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দেশি পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে ইনপুট হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অফার/অনুরোধ তালিকা, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, মতামত ইত্যাদি প্রণয়নসহ বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণের মাধ্যমে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়াও এ বিভাগের সম্পাদিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোসিয়েশনের কৌশলপত্র প্রণয়ন ছাড়াও নানাবিধ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে। এ সকল সম্পাদিত কার্যাদি বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সম্পূরক হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সুপারিশ, পজিশন পেপার, তথ্য-উপাত্ত ও ইনপুট ইত্যাদি গত অর্থবছরে সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাদির মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল।

৪ ১.আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (সাফটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

২। সার্ক সেবা বাণিজ্য (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাত সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি বিধান ও তথ্য পর্যালোচনামূলক সুপারিশ প্রণয়ন।

৩। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (আপটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৪। ওআইসিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য (টিপিএস-ওআইসি) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৫। বে অব বেঙ্গল ইনিয়েসিটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৬। ডি-৮ দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৭। কমপক্ষে ২ (দুই) টি দেশ/অঞ্চলের সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি(এফটিএ)/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৮। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক অন্যান্য কাজ।

৯। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর আওতায় বাণিজ্য সহজীকরণসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১০। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর আওতায় সেবাখাত সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১১। বাংলাদেশের ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি-এর খসড়া প্রণয়ন।

১২। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ।

১৩। সময় সময় সরকারের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ে ইনপুটস প্রদান।

১৪। বিবিধ কাজ।

৪.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ

৪.২.১ 'ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩'-এর খসড়া প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১১ মে ২০২১ তারিখের ২৬.০০.০০০০.১৩৫.৯৩.০০৫.১৫-৬৯ নং স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়কে আহ্বায়ক এবং পরিচালক ১, ডব্লিউটিও সেল-কে সদস্য-সচিব করে বাংলাদেশের ট্যারিফ পলিসি'র কনসেপ্ট নোট প্রণয়ন তত্ত্বাবধানের জন্য ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করত: উক্ত কনসেপ্ট নোট প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় । এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক একটি খসড়া কনসেপ্ট নোট প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখের ২৬.০০.০০০০.১৩৫.৯৩.০০৫.২০-৩২ নং স্মারকে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত কনসেপ্ট নোট (Framework for Formulation of National Tariff Policy of Bangladesh)-এর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের 'ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি' প্রস্তুত করার জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে 'ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি' প্রণয়নকল্পে জনাব মোঃ মামুন-উর রশীদ আসকারী, যুগ্ম প্রধান (চলতি দায়িত্ব) কে আহবায়ক করে কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে আট সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সদস্য জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী,এনডিসি এবং

কমিশনের পিআরএল ভোগরত সদস্য ড. মোস্তফা আবিদ খান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার (সরকারের সচিব) এ পলিসি প্রণয়নের কাজটি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেন। বর্ণিত কনসেপ্ট নোটের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটি একটি প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নপূর্বক তার ওপর বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে সভা আয়োজন এবং লিখিত মতামত গ্রহণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী ন্যাশনাল "ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩" শিরোনামে একটি পলিসির খসড়া চূড়ান্ত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০ আগষ্ট, ২০২৩ 'ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩' গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

৪.২.২ বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার নির্মিতব্য স্থল বন্দর/ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের অবকাঠামোগত স্থাপনা কাজের অগ্রগতি আলোচনা এবং ফেনী নদীর উপর নির্মিত 'মৈত্রী সেতু' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আঞ্চলিক কানেক্টিভিটি স্থাপনের প্রভাব পর্যালোচনা/স্টাডি পরিচালনা

বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলায় নির্মিতব্য স্থল বন্দর/ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের অবকাঠামোগত স্থাপনা কাজের অগ্রগতি আলোচনা এবং ফেনী নদীর উপর নির্মিত 'মৈত্রী সেতু' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আঞ্চলিক কানেক্টিভিটি স্থাপনের প্রভাব পর্যালোচনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গত ২২-০৮-২০২১ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রামগড়ে স্থলবন্দর/ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন স্থাপন এবং ফেনী নদীর উপর নির্মিত মৈত্রী সেতুর মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরার সাথে যুক্ত হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশের রপ্তানির উপর সম্ভাব্য প্রভাব যাচাইয়ের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে রামগড়ের স্থল বন্দর/ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এবং ফেনী নদীর উপর নির্মিত মৈত্রী সেতুর মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরার সাথে যুক্ত হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানির উপর সম্ভাব্য প্রভাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে একটি সমন্বিত ও আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের নিমিত্ত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং এমসিসিআই-সহ অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের পাশাপাশি এতৎসংশ্লিষ্ট চুক্তি, আইন-বিধি, এস.আর.ও ইত্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

৪.২.৩ বাংলাদেশ-হংকং মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্র মোতাবেক বাংলাদেশ-হংকং মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বিষয়টি নিয়ে উভয় দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিশ্ব বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে উভয় দেশের অবস্থান,

দু’দেশের বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো, বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি, হংকং-এর বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ; TradeSift Software ব্যবহার করে বিভিন্ন Trade Indicator বিশ্লেষণ; Partial Equilibrium Model হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের স্মার্ট সফটওয়্যার (SMART Software) ব্যবহার করে সম্ভাব্য Trade Creation, Trade Diversion এবং Standard GTAP model (a Computable General Equilibrium Model of global trade) ব্যবহার করে বিভিন্ন সেক্টর সহ সমগ্র অর্থনীতির ওপর সম্ভাব্য প্রভাব ও রাজস্ব ক্ষতি বিষয়ক প্রভাব বিশ্লেষণপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

৪.২.৪ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)-এ ভিয়েতনামের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গৃহীত Commitments-এর বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশের সমপর্যায়ের উদীয়মান অর্থনীতির দেশ, ভিয়েতনাম RCEP- এ যোগদানের ক্ষেত্রে যেসকল অংগীকার করেছিল তা পর্যালোচনাপূর্বক একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিলো। রিজিওনাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকনোমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) বা RCEP একটি কম্প্রিহেন্সিভ (Comprehensive) বাণিজ্য চুক্তি যার বর্তমান সদস্য ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামের জিডিপির আকার ও গঠন বাংলাদেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের অর্থনীতির গতি প্রকৃতি, বিশ্ব বাণিজ্যে অবস্থান, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, শুল্ক কাঠামো পর্যালোচনা ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিষয়ে তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরা হয়। এছাড়াও RCEP চুক্তিতে ট্রেড ইন গুডস, ইনভেস্টমেন্ট, সার্ভিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের বিভিন্ন অংগীকারসমূহ ও তার বিশ্লেষণও প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।

৪.২.৫ যুক্তরাজ্য ঘোষিত Developing Countries Trade Preferences (DCTS)-এর প্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিতে সম্ভাব্য প্রভাব বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণ

যুক্তরাজ্য ব্রেক্সিট-এর মাধ্যমে পৃথক হবার পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (আমদানি-রপ্তানি)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করেছে। এর ফলে নতুন পদ্ধতি, যা Developing Countries Trading System বা DCTS নামে পরিচিত, এর আওতায় যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি করতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, যদিও যুক্তরাজ্য নতুন বাণিজ্য ব্যবস্থায় পূর্বের ন্যায় অগ্রাধিকারমূলক তিনটি সুবিধা বিদ্যমান, তথাপি নতুন ব্যবস্থাটিতে রুলস অফ অরিজিন, রিজিওনাল কিউমুলেশন ইত্যাদি অংশে আরো উদারমূলক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

৪.২.৬ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইন্টিগ্রেটেড ডেটাবেজ-এর জন্য ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আমদানি ও শুল্ক হার সংক্রান্ত তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইডিবি তথা Integrated Data Base এ বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট তথ্য হালনাগাদকরণের জন্য অনুরোধ জানায়। সে অনুযায়ী ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আমদানি এবং শুল্ক সংক্রান্ত হালনাগাদকৃত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়। উক্ত ডেটাবেজে আমদানি সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীন ব্যবহার (Home Consumption) এবং এইচ.এস. কোড অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছরের মাসভিত্তিক উপাত্ত সন্নিবেশ করা হয়েছে। ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হার (MFN Rate) এবং রেয়াতপ্রাপ্ত শুল্ক হারের ক্ষেত্রে সাফটা চুক্তির প্রযোজ্য হার (SAFTA Rate) ও আপটা চুক্তির প্রযোজ্য হার (APTA Rate) ইত্যাদি তথ্যও সন্নিবেশ করা হয়।

৪.২.৭ FTA/PTA সম্পাদনের লক্ষ্যে আফ্রিকা মহাদেশের Potential দেশসমূহের তালিকা প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এফটিএ অনুবিভাগের নভেম্বর ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় FTA/PTA সম্পাদনের লক্ষ্যে আফ্রিকা মহাদেশের Potential দেশসমূহের তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে FTA/PTA সম্পাদনের লক্ষ্যে আফ্রিকা মহাদেশের Potential দেশসমূহের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নে সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। কমিশন প্রাথমিকভাবে ৩২ টি দেশ বাছাইপূর্বক প্রতিটি দেশের বিশ্ববাজারে বাণিজ্য, প্রতিটি সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, দেশসমূহ কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, প্রতিটি দেশের বাজারে উচ্চ শুল্কবিশিষ্ট বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্য সংখ্যা, প্রতিটি দেশের সাথে বাংলাদেশের Trade Complementarity Index, দেশসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে সম্ভাবনাময় দেশের নাম-সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রেরণ করা হয়।

৪.২.৮ চীন কর্তৃক বাংলাদেশকে ৯৮% পণ্যে শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত পণ্য তালিকা পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন

চীন সরকার বাংলাদেশসহ ১৬ টি দেশকে LDC ক্যাটাগরিতে ৯৮ শতাংশ পণ্যে শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে, যা ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে কার্যকর হয়েছে। চীন কর্তৃক বাংলাদেশকে যে সকল পণ্যে শুল্ক ও কোটা মুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, সে সকল পণ্যের মধ্যে বাংলাদেশের সকল রপ্তানি পণ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। কমিশন চীন কর্তৃক প্রদত্ত পণ্য তালিকাটি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, মোট ৮,৯৩০ টি পণ্যের মধ্যে ৮,৭৮৬ টি পণ্যে বাংলাদেশকে কোটামুক্ত সুবিধা প্রদান করা

হয়েছে। ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরের রপ্তানির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যে পণ্যসমূহে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, সে সকল পণ্য বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৯৯.৫৪ শতাংশ ও চীন হতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৯৯.৭৩ শতাংশকে প্রতিনিধিত্ব করে।

৪.২.৯ বাংলাদেশ-চীন দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও চীন মধ্যে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির যৌথ সমীক্ষা প্রতিবেদনের Agreed outline অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রণীতব্য অংশ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রণয়ন করা হয়েছিল। উক্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা হালনাগাদ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদনটি হালনাগাদ প্রেরণ করা হয়।

৪.২.১০ মেক্সিকো, ইকুয়েডর, হন্ডুরাস, গুয়েতেমালা ও কোস্টারিকাতে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত বিষয়ে একটি তথ্য নির্ভর প্রতিবেদন প্রেরণ

মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নিকট মেক্সিকো ও সমবর্তী দেশসমূহে (তথা- ইকুয়েডর, গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস ও কোস্টারিকা) ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন প্রেরণের সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে মেক্সিকো, ইকুয়েডর, হন্ডুরাস, গুয়েতেমালা ও কোস্টারিকাতে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত একটি তথ্য নির্ভর প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। এ অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক মেক্সিকো, ইকুয়েডর, হন্ডুরাস, গুয়েতেমালা ও কোস্টারিকাতে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত প্রতিটি দেশের জন্য পৃথক পৃথক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। দেশভিত্তিক এ সকল প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে পণ্য ও সেবাখাতে বাংলাদেশের রপ্তানির হালনাগাদ তথ্যাদি, সংশ্লিষ্ট দেশ কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, সংশ্লিষ্ট দেশ কর্তৃক সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিসমূহ, সংশ্লিষ্ট দেশের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ ও সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সম্ভাব্য করণীয় বিষয়ের ওপর আলোকপাত প্রেরণ করা হয়।

৪.২.১১ খসড়া SAARC Regional Investment Treaty এর ওপর মতামত প্রদান

খসড়া SAARC Regional Investment Treaty এর ওপর মতামত প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয়। কমিশন এ বিষয়ে ইতোপূর্বে মতামত প্রণয়ণ করা হয়েছে মর্মে শিল্প

মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে। ইতোপূর্বে প্রেরিত মতামতের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সাথে বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণিতব্য মডেল চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হলে উক্ত মডেল চুক্তির আলোকে SAARC Regional Investment Treaty এর ওপর বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করা যেতে পারে মর্মে কমিশন মতামত ব্যক্ত প্রেরণ করা হয়।

৪.২.১২ বাংলাদেশ ও মোজাম্বিকের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য/ইনপুটস/মতামত প্রণয়ন

১২-১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে মোজাম্বিক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত একটি টেকনিক্যাল প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন। প্রতিনিধি দলটি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আলোচনা সভায় যোগদান করে। সভায় উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ও মোজাম্বিকের মধ্যে Latest Position সম্পর্কে বাচ্যাবলী, ব্রীফ ও হালনাগাদ তথ্য প্রদানের নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করে। কমিশন মোজাম্বিকের অর্থনীতি ও বাণিজ্য, মোজাম্বিকের সাথে পণ্য ও সেবাখাতে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি, মোজাম্বিক কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, মোজাম্বিক কর্তৃক সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিসমূহ, মোজাম্বিকের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহ চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে Talking Points সহ ইনপুটস জরুরি ভিত্তিতে প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রেরণ করা হয়। ।

৪.২.১৩ নাইজেরিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর Talking Points সহ ইনপুটস প্রণয়ন

নাইজেরিয়ার যোগাযোগ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী H.E. Professor Isa AIi Ibrahim Pantami-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সফরকালীন সময়ে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে আলোচনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে updates/ইনপুটস/তথ্যাদি জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করে। কমিশন নাইজেরিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি, নাইজেরিয়া কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, নাইজেরিয়াতে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহ চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে Talking Points সহ ইনপুটস জরুরি ভিত্তিতে প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রেরণ করা হয়।

৪.২.১৪ বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ কমিশনের ১৩তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য প্রেরণ

৩০-৩১ অক্টোবর ২০২২ অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ কমিশনের ১৪ তম সভা উপলক্ষ্যে যৌথ কমিশনের ১৩ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ১৪ তম সভার আলোচ্য সূচি (Agenda)

প্রেরণের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পত্রের প্রেক্ষিতে ১৩ তম সভায় ইনপুট ও ১৪ তম সভার আলোচ্য সূচি (Agenda) সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। কমিশন ১৩ তম সভায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যে সৌদি আরবের নিকট শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে কমিশনের কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদান করে। এছাড়া, বাংলাদেশ হতে একুয়াকালচার ও মাংস রপ্তানিতে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সৌদি আরব কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় আলোচনার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

৪.২.১৫ Latest Statistics on Bilateral Trade between Bangladesh-South Africa and Botswana

অক্টোবর ২০২২ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি এঁর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল দক্ষিণ আফ্রিকা ও বতসোয়ানা সফরকালীন সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বতসোয়ানার সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় উপস্থাপনের জন্য এ দু'টি দেশের সাথে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর বাচ্যাবলী/ব্রীফ/ হালনাগাদ তথ্য/ইনপুটস প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। কমিশন দক্ষিণ আফ্রিকা ও বতসোয়ানার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বতসোয়ানা কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বতসোয়ানার কর্তৃক সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিসমূহ, এ দুটি দেশে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে Talking Points সহ দুটি দেশের জন্য পৃথক পৃথক ইনপুটস/ব্রীফ প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রেরণ করা হয়।

৪.২.১৬ গরু ও মহিষের শিং China-তে রপ্তানির লক্ষ্যে China কর্তৃক আরোপিত আমদানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে মতামত প্রদান

HUNSEN Export Corporation চীনে গরু ও মহিষের শিং রপ্তানি করতে আগ্রহী। কিন্তু পরিবেশগত কারণে চীনে এ সকল পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ হতে চীনে এ সকল পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের একক বা বিশেষ ক্ষমতাবলে চীন হতে অনুমতি নেয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট HUNSEN Export Corporation কর্তৃক আবেদন করা হয়। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ জানায়। কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্য চেয়ে বেইজিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে পত্র প্রেরণ করে। কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে বেইজিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস হতে কমিশনে প্রেরিত পত্র হতে জানা যায়, চীনের General Administration of China Customs (GACC) কর্তৃক ২০২০ সালে বাংলাদেশ সহ কয়েকটি মহামারি প্রবণ দেশ ও এলাকা হতে Cattle and Poultry related products এর আমদানি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়, যা অদ্যাবধি

কার্যকর রয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বেইজিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে কমিশনকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুরোধ অনুযায়ী মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের একক বা বিশেষ ক্ষমতাবলে গরু ও মহিষের শিং আমদানিতে চীন কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই মর্মেও মতামত ব্যক্ত করা হয়।

৪.২.১৭ Net Food Importing Developing and Least Developed Countries (NFIDC) সংক্রান্ত তথ্য প্রদান

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় Net Food Importing Developing Countries and Least Developed Countries সংক্রান্ত একটি Notification প্রস্তুত করার লক্ষ্যে গত এক বছরে সকল খাদ্য পণ্যের আমদানি ও রপ্তানির তথ্য প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ওয়েবসাইট হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের তথ্য সংগ্রহ করে জরুরি ভিত্তিতে ইনপুটস প্রণয়ন করা হয়।

৪.২.১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর আলজেরিয়াতে দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফর উপলক্ষ্যে আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য ইনপুটস/তথ্যাদি প্রেরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জানুয়ারি ২০২৩-এ আলজেরিয়াতে সরকারি সফর উপলক্ষ্যে ৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও আলজেরিয়ার মধ্যে updates/ইনপুটস/তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। কমিশন আলজেরিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি, আলজেরিয়া কর্তৃক আরোপিত শুল্ক আলজেরিয়াতে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে Talking Points সহ ইনপুটস জরুরি ভিত্তিতে প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রেরণ করা হয়।

৪.২.১৯ বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইনপুটস প্রেরণ

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ সফরকালে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ এর সময় দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইনপুটস প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করে। কমিশন সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি, সৌদি কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, সৌদি আরব কর্তৃক সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিসমূহ, সৌদি আরবে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিপাক্ষিক

আলোচনার লক্ষ্যে Talking Points সহ ইনপুটস জরুরি ভিত্তিতে প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রেরণ করা হয়।

৪.২.২০ বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) চুক্তির আওতায় Joint Working Group (JWG) এর প্রথম বৈঠক গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আলোচিত B2B Connectivity বিষয়ে গত ১৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করবে। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতি ও উভয় দেশের মধ্যে পণ্য ও সেবাখাতে বিদ্যমান বাণিজ্যিক সম্পর্ক, ওয়েজ আর্নার্স রেমিটেন্স, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) দ্বিপাক্ষিক নেগোসিয়েশনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা পূর্বক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ানের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উপায়সমূহের ওপর আলোকপাত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রেরণ করা হয়।

৪.২.২১ বিশ্বের প্রধান প্রধান আমদানি-রপ্তানিকারক দেশ ও প্রধান প্রধান রপ্তানিকৃত পণ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণ

২০ মার্চ ২০২৩, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী ২০২২ সালে বিশ্বের প্রধান আমদানিকারক ১০টি দেশ ও রপ্তানিকারক ১০টি দেশ এবং ২০২২ সালে বিশ্বের রপ্তানিকৃত প্রধান পণ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রধান অনলাইন ট্রেড ডেটাবেইজে (যেমন: UN COMTRADE, ITC Trade Map, WITS ইত্যাদি) অনুসন্ধান করে দেখা যায়, অনেক দেশেরই সদ্য সমাপ্ত ২০২২ সালের তথ্য ডেটাবেইজ গুলোতে নেই। এমতাবস্থায়, আংশিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রধান প্রধান আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক দেশ নির্ধারণ করা সমীচীন হবে না। এছাড়া, ২০২২ সালের পণ্যভিত্তিক রপ্তানির পরিমানও সহজলভ্য নয়। এ বিষয়সমূহ উল্লেখ করে ২০২১ সালের তথ্যের ভিত্তিতে দেশ নির্বাচন করে ২০২১ ও ২০২২ সালের তথ্যসহ ইনপুটস প্রণয়ন করা হয়।

৪.২.২২ বাংলাদেশের সাথে FTA/PTA/CEPA সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান এরূপ দেশের সাথে বাংলাদেশের আমদানি/রপ্তানির তথ্য জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত হালনাগাদকরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এফটিএ অনুবিভাগের ডিসেম্বর ২০২২ এর মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের সাথে PTA/FTA/CEPA সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এরূপ

দেশসমূহের আমদানির/রপ্তানির তথ্য জুন ২০২২ পর্যন্ত হালনাগাদ করে BTTC এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। PTA /FTA/CEPA সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এরূপ দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এফটিএ অনুবিভাগের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন নিয়মিতভাবে নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে। যথারীতি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের এ সকল তথ্য ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

৪.২.২৩ বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ৪র্থ এফওসি সভার প্রস্তুতির লক্ষ্যে ইনপুটস প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে চতুর্থ ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি) সভা ১৩ মার্চ ২০২৩ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এফওসি সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য/ইনপুটস/মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। কমিশন অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবাখাতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি, অস্ট্রেলিয়ার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ইনপুটস প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.২.২৪ বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইনপুটস প্রণয়ন

গাম্বিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী Mr. Mamadou Tangara এঁর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ লক্ষ্যে জাম্বিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত updates/ইনপুটস/ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। কমিশন গাম্বিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি, গাম্বিয়া কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, গাম্বিয়া কর্তৃক সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিসমূহ, গাম্বিয়াতে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে Talking Points সহ ইনপুটস প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.২.২৫ Draft agreement between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the People's Republic of Bangladesh on Promotion and Reciprocal Protection of Investments বিষয়ে মতামত প্রদান

বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে শ্রীলংকা কর্তৃক “Draft agreement between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the People's Republic of Bangladesh on Promotion and Reciprocal Protection of Investments” শীর্ষক একটি খসড়া মডেল চুক্তি প্রেরিত হয়েছে। এ মডেল চুক্তির

ওপর মতামত প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ জানায়। কমিশন শ্রীলংকার বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে চুক্তিটি সম্পাদনে সতর্কতা অবলম্বন করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে এবং খসড়া চুক্তিতে বিদ্যমান কয়েকটি অসঙ্গাতির ওপর আলোকপাত করা হয়।

৪.২.২৬ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় 6th Indian Ocean Conference (IOC)- ২০২৩ এ মৌরিতানিয়া, তাঞ্জানিয়া, সিয়েরা লিওন , কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জিবুতি এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের ঢাকা সফর উপলক্ষ্যে ইনপুটস প্রেরণ

১২-১৩ মে ২০২৩ Indian Ocean Conference (IOC) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্স এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মৌরিতানিয়া, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া, সিয়েরা লিওন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জিবুতি এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফরকালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীবর্গের সাথে তাঁদের সৌজন্য সাক্ষাতের সময় উপস্থাপনের জন্য বর্ণিত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর তথ্য সম্বলিত ইনপুটস প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুরোধ জানায়। কমিশন মৌরিতানিয়া, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া, সিয়েরা লিওন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জিবুতি- এ ছয়টি দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি, বর্ণিত ছয়টি দেশসমূহ কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, এ সকল দেশসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিসমূহ, প্রতিটি দেশের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে বাণিজ্য সম্প্রসারণে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে মতামতসহ প্রতিটি দেশের জন্য পৃথক পৃথক ইনপুটস প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.২.২৭ বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যে তৃতীয় এফওসি উপলক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইনপুটস প্রেরণ

২৮ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যে তৃতীয় ফরেন অফিস কনসাল্টেশন (এফ ও সি) ওমানের মাস্কটে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা উপলক্ষ্যে ইনপুটস প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনকে অনুরোধ জানায়। কমিশন ওমানের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি, ওমান কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, ওমান কর্তৃক সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিসমূহ, ওমানের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে Talking Points সহ ইনপুটস প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.২.২৮ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর জন্য Brief/Talking Points প্রেরণ

০২ জুন ২০২৩ ইরাকের মাননীয় শিল্প ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে তাঁর সরকারি বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ উপলক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জন্য Brief/Talking Points প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনকে অনুরোধ জানায়। কমিশন ইরাকের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি পর্যালোচনা করে

দ্বিপাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে Talking Points সহ ইনপুটস জরুরি ভিত্তিতে প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রেরণ করা হয়।

৪.২.২৯ ট্রেড ইন সার্ভিসেস (পরিবহন ও লজিস্টিক) এ কোভিড-১৯ এর প্রভাব বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আয়োজনে ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠেয় তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা উপলক্ষে মতামত প্রদান

ট্রেড ইন সার্ভিসেস (পরিবহন ও লজিস্টিক)-এ কোভিড-১৯ এর প্রভাব বিষয়ে ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আয়োজনে একটি তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা (অনলাইন) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠেয় সভায় বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত বিষয়ে ১৮ মে ২০২৩ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠেয় তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভাটিতে আলোচ্য সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের ওপর কমিশন তথ্যসহ মতামত প্রণয়ন প্রেরণ করা হয়।

৪.২.৩০ স্থল কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে আমদানিযোগ্য পণ্য তালিকা হালনাগাদকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, যৌক্তিক প্রস্তাব প্রেরণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রেরিত পত্রে স্থল কাস্টমস বন্দর দিয়ে আমদানিযোগ্য পণ্য তালিকা হালনাগাদ সংক্রান্ত অনুরোধ জানালে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এ সংক্রান্ত মতামত প্রস্তুত করে। মতামত প্রস্তুতের জন্য কমিশন এতদসংক্রান্ত এস. আর. ও., প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনা করে। মতামতটিতে কাস্টমস স্টেশন ও উক্ত স্টেশনের আওতায় আমদানি/রপ্তানি অনুমোদনযোগ্য পণ্যতালিকার সংযোজন/বিয়োজন ও এতদসংক্রান্ত মতামত প্রেরণ করা হয়।

৪.২.৩১ "Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection on Investments (BIPA)"- এর Zero Draft বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

"Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection on Investments (BIPA)"- এর Zero Draft বিষয়ে মতামত প্রেরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত Zero Draft, এ সংক্রান্ত অন্যান্য চুক্তি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে কমিশনের মতামত প্রেরণ করা হয়।

৪.২.৩২ "National Validation Workshop on the Update of the Readiness Assessment for Cross-border Paperless Trade" কর্মশালায় প্রস্তাবিত প্রতিবেদনের মতামত প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্র মোতাবেক ০৫ এপ্রিল ২০২৩ হোটেলে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ অনুষ্ঠিত "National Validation Workshop on the Update of the Readiness

Assessment for Cross-border Paperless Trade” সংক্রান্ত কর্মশালায় প্রস্তাবিত প্রতিবেদনের ওপর বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট থেকে চূড়ান্ত মতামত চাওয়া হয়। Cross-border Paperless Trade সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণাপত্র, তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে কমিশনের মতামত প্রেরণ করা হয়।

৪.২.৩৩ ই.ইউ (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন)-এর ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কিত লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্য দেশসমূহের বাণিজ্য নীতির স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিটি সদস্য দেশের বাণিজ্য নীতি WTO এর নিয়ম নীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে, যা ট্রেড পলিসি রিভিউ নামে পরিচিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায় কোন সদস্য দেশের ট্রেড পলিসি সদস্য দেশের সরকার ও WTO সচিবালয় কর্তৃক পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে থাকে যার ওপর অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ থাকে। ২০২৩ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ও ডব্লিওটিও সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের ওপর প্রশ্ন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ডব্লিউটিও সেক্রেটারিয়েট এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন দু'টি পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে লিখিত মতামত প্রদান করা হয়।

৪.২.৩৪ "IP and Innovation discussion proposal from the US and others" -বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্র মোতাবেক "IP and Innovation discussion proposal from the US and others"-এর বিষয়ে মতামত প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে বিষয়টি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে কমিশনের মতামত প্রেরণ করা হয়।

৪.২.৩৫ "Agreement between Canada and Bangladesh for the promotion and protection of Investments" মতামত প্রণয়ন

শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্র মোতাবেক "Agreement between Canada and Bangladesh for the promotion and protection of Investments" বিষয়ে মতামত প্রেরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে মতামত প্রণয়নকালে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তিগুলোর বিদ্যমান কাঠামো বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে-যেমন বিনিয়োগের সংজ্ঞা, pre-

establishment commitment, negative list approach-যে সকল বিষয়ে কানাডার সাথে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অবস্থান নির্ধারণ করা জরুরি। একইসাথে কয়েকটি Model Bilateral Investment Treaty (BIT) পর্যালোচনা করে বিনিয়োগের সংজ্ঞা এবং পরিধি বিষয়ে বাংলাদেশের জন্য বিবেচ্য হতে পারে এমন বেশ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

৪.২.৩৬ বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার জন্য তথ্যাদি/প্রস্তাবনা এবং বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্র মোতাবেক বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার জন্য তথ্যাদি/প্রস্তাবনা এবং বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ জানানো হয়। তদপ্রেক্ষিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করে কমিশনের মতামত প্রণয়ন করা হয়।

৪.২.৩৭ বাংলাদেশ-ভারত Joint Working Group on Trade সভার জন্য তথ্যাদি/প্রস্তাবনা এবং বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্র মোতাবেক বাংলাদেশ-ভারত Joint Working Group on Trade সভার জন্য তথ্যাদি/প্রস্তাবনা এবং বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ জানানো হয়। এমতাবস্থায়, বিষয়টি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য একটি মতামত প্রস্তুত করা হয়।

৪.২.৩৮ Joint Group of Customs (JGoC)- এ ১৩ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে দপ্তর সংশ্লিষ্ট অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/ হালনাগাদ অবস্থা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রাপ্ত পত্র মোতাবেক ১৩ তম JGoC -এ গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে দপ্তর সংশ্লিষ্ট অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/ হালনাগাদ অবস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এমতাবস্থায়, বিষয়টি পর্যালোচনা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করার জন্য মতামত প্রদান করা হয়।

৪.২.৩৯ বাংলাদেশ-ভারত Joint Group of Customs (JGoC) এর ১৩ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং আসন্ন ১৪তম সভার আলোচ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে এজেন্ডা প্রেরণ

বাংলাদেশ-ভারত Joint Group of Customs (JGoC) এর ১৩ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং আসন্ন ১৪তম সভার আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে এজেন্ডা প্রেরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশনের মতামত প্রদান করা হয়।

৪.২.৪০ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) এর অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিষয়ে সেক্টর ভিত্তিক পৃথক সমীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তালিকা প্রদান

CEPA এর অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিষয়ে সেক্টর ভিত্তিক পৃথক সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত সমীক্ষার একটি তালিকা প্রদান করা হয়।

৪.২.৪১ জাপানের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কিত লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ সংক্রান্ত

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্য দেশ সমূহের বাণিজ্য নীতির স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিটি সদস্য দেশের বাণিজ্য নীতি WTO এর নিয়ম নীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে, যা ট্রেড পলিসি রিভিউ নামে পরিচিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায় কোন সদস্য দেশের ট্রেড পলিসি সদস্য দেশের সরকার ও WTO সচিবালয় কর্তৃক পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে থাকে যার ওপর অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ থাকে। ২০২৩ সালে জাপানের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কে জাপান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ও ডব্লিওটিও সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের ওপর প্রশ্ন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ডব্লিউটিও সেক্রেটারিয়েট এবং জাপান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন দু'টি পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কমিশনের লিখিত মতামত প্রদান করা হয়।

৪.২.৪২ নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন

কমিশনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ডিসেম্বর মাসের কর্মপঞ্জিকা অনুযায়ী নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

৪.২.৪৩ PTA/FTA সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নে বিভিন্ন মডেলিং প্রয়োগ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন

কমিশনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ফেব্রুয়ারি মাসের কর্মপঞ্জিকা অনুযায়ী PTA/FTA সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নে বিভিন্ন মডেলিং প্রয়োগ সংক্রান্ত একটি অভ্যন্তরীণ/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের নির্দেশনা দেয়া হয়। সে মোতাবেক গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

৪.৩ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

১। বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক/আঞ্চলিক/বহুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ;

২। বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক/আঞ্চলিক/বহুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাত সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি বিধান ও তথ্য পর্যালোচনামূলক সুপারিশ প্রণয়ন;

৩। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (আপটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ;

৪। ওআইসিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য (টিপিএস-ওআইসি) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ;

৫। বে অব বেঙ্গল ইনিয়েসিটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ;

৬। ডি-৮ দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ;

৭। কমপক্ষে ২ (দুই) টি দেশ/অঞ্চলের সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি(এফটিএ)/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৮। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি/নেগোশিয়েশন সম্পর্কিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা;

৯। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর আওতায় বাণিজ্য সহজীকরণসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ;

১০। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর আওতায় সেবাখাত সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ;

১১। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ;

১২। বাংলাদেশের সাথে অন্য কোন দেশ/অঞ্চলের মধ্যে প্রস্তাবিত মুক্ত/অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের Request List প্রণয়ন;

১৩। বাংলাদেশের সাথে অন্য কোন দেশ/অঞ্চলের মধ্যে প্রস্তাবিত মুক্ত/অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের Offer List প্রণয়ন;

১৪। সময় সময় সরকারের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ে ইনপুটস প্রদান।

৫. কমিশনে বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা

৫.১ সমস্যাবলী

৫.১.১ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেউফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে বিধিমালা অনুযায়ী পদ্ধতিসমূহ অনুসরণে সমস্যাবলী

বিভিন্ন সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য আমদানিতে ডাম্পিং এর অভিযোগ আনলেও বিভিন্ন কারণে এর প্রতিকারের বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ আবেদন করেননি অথবা করতে পারেননি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রধানত নিম্নলিখিত তিনটি কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করে না:

ক. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের জন্য বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় যা সময়সাপেক্ষ;

খ. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে আবেদনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ আবেদন পেশ করতে হয়, যা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে আবেদন করতে বিরত রাখে;

গ. আইন অনুযায়ী অসম প্রতিযোগিতা থেকে স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার জন্য এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের বিধান থাকলেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক এবং আমদানি পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংরক্ষণ দেয়া হয়। এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কোন তথ্য সরবরাহ করতে হয় না, যার ফলে দ্রূতই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।

৫.১.২ বাণিজ্য নীতি বিভাগ, বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগে তথ্য বিশ্লেষণ এবং মতামত প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক টুলস ব্যবহার করা প্রয়োজন কিন্তু এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে কোন প্রশিক্ষণ নেই। বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এ সকল সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে বিভিন্ন ইকোনমিক মডেল ব্যবহার করা হলেও এ ক্ষেত্রে নিয়মিত উন্নত (এডভান্সড) পর্যায়ের প্রশিক্ষণ জরুরি। এ ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেশে অপ্রতুল থাকায় বিদেশের বিভিন্ন ট্রেড একাডেমির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা জরুরি। কমিশনের সাথে এ পর্যন্ত এ ধরনের কোন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়নি। এছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজ সফটওয়্যার প্রয়োজন।

৫.১.৩ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে গবেষণাধর্মী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এখানে বাণিজ্য বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশীয় উৎপাদন, বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির পাশাপাশি শুল্কহার, শুল্ক আহরণের পরিমাণ, ইত্যাদি তথ্য ও উপাত্ত নিয়মিত প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ সকল তথ্য সংগ্রহপূর্বক একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার (Database) না থাকায় তথ্যসমূহ প্রক্রিয়া বা বিশ্লেষণ উপযোগী করতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এ কারণে একটি নিজস্ব সমন্বিত তথ্যভান্ডার (Database) জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন।

৫.১.৪ কমিশনের জনবলের স্বল্পতা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থান সংকুলানের অভাব।

৫.১.৫ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও এর প্রতিকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কমিশনে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব রয়েছে। একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনা করার জন্য কমিশনে আরো অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।

৫.১.৬ নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তাদান, শিল্পজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ, শিল্প সম্প্রসারণ, আমদানি-রপ্তানি ও শুল্ক সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান, পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণ এ জাতীয় কাজে ব্যবসায়ীদের একটি সিঙ্গেল সোর্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা দরকার। তাছাড়া সরকারের ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নসহ একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ হওয়ার পর বর্তমান শুল্ক মুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ সকল কাজ বাস্তবায়নে দেশীয় ও বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে একটি সক্রিয় ও অধিকতর শক্তিশালী গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

৫.২ সুপারিশমালা

৫.২.১ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে আবেদন করাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত সকল বিধিমালা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী জারি করা হয়েছে। এ কারণে এসকল শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে তা হ্রাস করা সম্ভব নয়। তবে এসব বিধিমালার আওতায় তদন্ত শুরুর ষাট দিন পর সাময়িক শুল্ক আরোপ করা সম্ভব, যার মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব দ্রুত সংরক্ষণ দেয়া যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড

এন্ড ট্যারিফ কমিশন বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করছে এবং ভবিষ্যতেও আয়োজন করতে পারে। এছাড়া, শিল্প সংরক্ষণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থা/মন্ত্রণালয় যথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালার আশ্রয় গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে পারে।

খ. বিধিমালা অনুযায়ী সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ডাম্পিং/ভর্তুকি তথ্য,আমদানি বৃদ্ধি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য এবং এদের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে হয়। যেহেতু বিধিমালাসমূহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে, সেহেতু এসকল নিয়মের ব্যত্যয় সম্ভব নয়। তবে সংরক্ষণ প্রত্যাশী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যথা ডাম্পিং/ভর্তুকির অস্তিত্ব, পরিমাণ ও প্রকৃতি, হালনাগাদ আমদানির তথ্য, অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি মূল্য, অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার দর, সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট স্থানীয় উৎপাদন, সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকগণের নাম, সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি সরবরাহ করতে পারেন না। এসকল তথ্য অনেক সময় তাদের নিকট থাকে না, যে কারণে তারা সঠিকভাবে কোন আবেদন করতে পারেন না। একারণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

সারণি-০৮: তথ্যের উৎস ও সমস্যা দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায়

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
ভর্তুকির অস্তিত্ব, পরিমাণ ও প্রকৃতি	রপ্তানিকারক দেশের সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন	এসকল তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারে। তবে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
হালনাগাদ আমদানির তথ্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে যে কোন পণ্যের আমদানি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান। তবে এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি মূল্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিতASYCUDA ডাটাবেজে আমদানিকৃত পণ্যের সিএন্ডএফ মূল্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান। তবে এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার দর	অভিযোগকৃত দেশে গিয়ে পণ্যটি ক্রয় করে তার রশিদ অথবা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা অথবা ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অথবা অভিযোগকৃত দেশে পণ্যটির উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে নির্ণয়কৃত বাজার দর অথবা অভিযোগকৃত দেশ হতে তৃতীয় কোন দেশে রপ্তানির মূল্য	এসকল তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারে। তবে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট স্থানীয় উৎপাদন	বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন সম্পর্কে কোন তথ্য প্রস্তুত করা হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করে তাও খাত ভিত্তিক এবং এর সংখ্যাও সীমিত। তবে ভ্যাট কর্তৃপক্ষ মূল্য সংযোজন সংগ্রহ করার জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব। এর মাধ্যমে কোন পণ্যের বার্ষিক	এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আবেদন পত্রের বৈধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট উৎপাদন জানা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে: ১. সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণের তথ্য সরবরাহ করতে হবে যা কমিশন সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য হতে যাচাই করতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
	উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।	কমিশনকে নিয়মিত ভাবে ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। ২. শিল্প মন্ত্রণালয় অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দেশীয় পণ্যের উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে। ৩. দেশে বিদ্যমান ট্রেড এসোসিয়েশনসমূহ তাদের সদস্যদের নিকট হতে উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকারকগণের নাম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিতASYCUDA ডাটাবেজে আমদানিকারকের Business Registration number সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান, যা হতে আমদানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানিকারকগণের নাম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিতASYCUDA ডাটাবেজে রপ্তানিকারকগণের হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান, যা হতে রপ্তানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি	যে কোন শিল্পের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট বিদ্যমান রয়েছে,	দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে GAAP অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আবেদন পত্র পূরণে

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
	তবে এ সকল তথ্য-উপাত্ত Generally Accepted Accounting Principle (GAAP)অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে।	সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে অথবা এফবিসিসিআই-তে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

উৎস: কমিশন কর্তৃক সংকলিত

গ. বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হলে কমিশনকে সময়াবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। একারণে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের জন্য আবেদন করেন, যা সহজে প্রাপ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, সম্পূরক শুল্ক মূল্য সংযোজন আইন ১৯৯১ এর আওতায় প্রযোজ্য একটি স্থানীয় শুল্ক যা সমভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে। তবে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাজেট ঘোষণার পর পরই পৃথক একটি এসআরও দ্বারা দেশীয় উৎপাদনের ওপর সম্পূরক শুল্ক মওকুফ করে। এছাড়া আমদানির সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের বিধান রাখা হলেও সম্প্রতি স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই শুল্ক ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। অধিকন্তু, রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ট্যারিফ মূল্য ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এসব কারণে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এটা অনস্বীকার্য যে দেশীয় শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণ সরকারের একটি প্রধান কাজ এবং এ কাজটি বিদ্যমান আইন অনুযায়ী করাই সমীচীন। একারণে, শিল্প সংরক্ষণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থা/মন্ত্রণালয় যথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের নিকট সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে পারে এবং সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য আবেদন করাকে নিরূৎসাহিত করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর বিভিন্ন দেশের নজরদারি বাড়বে এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের কারণে এধরনের নজরদারি আরো বৃদ্ধি পাবে। একারণে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণকে সফল করার লক্ষ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সুষম করা প্রয়োজন এবং সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষণ দেয়ার প্রক্রিয়াকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

৫.২.২ বাণিজ্য নীতি, বাণিজ্য প্রতিবিধান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগে বিভিন্ন ইকোনমিক মডেল, মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতি সংক্রান্ত কাজে

কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ জরুরি বিধায় এ সংক্রান্ত বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ উন্নত (এডভান্সড) প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের প্রেরণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, অর্থনীতি, ইত্যাদি বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যেতে পারে। তদ্রূপ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন ট্রেড একাডেমির সাথেও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরপূর্বক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রেরণ করতে হবে।

৫.২.৩ বিভিন্ন দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভ্যন্তরীণ তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা যেতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজ সফটওয়্যার প্রস্তুতের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৫.২.৪ কমিশনের নতুন আইন প্রবর্তনের ফলে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া পূর্ব হতেই জনবলের ঘাটতি ছিল, তাই জনবলের স্বল্পতা পূরণের জন্য নতুন জনবল অনুমোদন ও নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থান সংকুলনের বিষয়টি সমাধানের জন্য কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে সকলের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলন করা যেতে পারে।

৫.২.৫ একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরো অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫.২.৬ ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশীয় ও বিদেশী প্রকল্প সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-১

বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১	আনোয়ারুল হক খান	৩০.১২.১৯৭২	১৫.০৩.১৯৭৬
২	আব্দুস সামাদ	১৯.০৭.১৯৭৬	২৫.১০.১৯৭৬
৩	এ. এম. আনিসুজ্জামান	২৬.১০.১৯৭৬	১৯.০১.১৯৭৭
৪	এ. এম. হায়দার হোসাইন	২০.০১.১৯৭৭	১৪.০২.১৯৮০
৫	কাজী মোশাররফ হোসেন	১৫.০২.১৯৮০	২৬.১০.১৯৮০
৬	কমোডর এম. এ রহমান (অবসর প্রাপ্ত)	২৭.১০.১৯৮০	৩০.০১.১৯৮৪
৭	খঃ মোঃ নূরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	৩০.০১.১৯৮৪	০৬.০৬.১৯৮৪
৮	মঞ্জুর মোর্শেদ	০৬.০৬.১৯৮৪	৩১.১০.১৯৮৫
৯	নাসিম উদ্দীন আহমেদ	০২.১১.১৯৮৫	০৮.০৭.১৯৮৬
১০	মুসলেহ উদ্দীন আহমদ	০৮.০৭.১৯৮৬	২৯.১১.১৯৮৯
১১	এম. এ. মালিক	১০.০১.১৯৯০	১৫.১২.১৯৯০
১২	হাসান আহমদ	১৫.১২.১৯৯০	১৯.০৬.১৯৯১
১৩	আমিনুল ইসলাম	১৯.০৬.১৯৯১	২৩.১০.১৯৯১
১৪	ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর	২৩.১০.১৯৯১	০৫.১০.১৯৯৪
১৫	আবদুল হামিদ চৌধুরী	০৫.১০.১৯৯৪	২২.০৪.১৯৯৬
১৬	মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	২৬.০৫.১৯৯৬	২৩.০৭.১৯৯৬
১৭	এম. এ. এম. জিয়াউদ্দিন	২২.০৮.১৯৯৬	২৩.০২.১৯৯৭
১৮	আজাদ রুহুল আমিন	০১.০৩.১৯৯৭	০৭.১০.১৯৯৭
১৯	শামসুজ্জামান চৌধুরী	১৫.১০.১৯৯৭	০৯.১২.১৯৯৭
২০	মো: মোরশেদ হোসেন	১৮.০২.১৯৯৮	০৪.০১.১৯৯৯
২১	ড. মোঃ ওসমান আলী	১৫.০২.১৯৯৯	২৬.১০.১৯৯৯
২২	মোঃ মোরশেদ হোসেন	১৫.১১.১৯৯৯	২৯.০৫.২০০০
২৩	এ.ওয়াই.বি.আই.সিদ্দিকি	০৭.০৬.২০০০	২২.০৪.২০০১
২৪	এম আই চৌধুরী	০৭.০৫.২০০১	০৮.০৮.২০০১
২৫	দেলোয়ার হোসেন (অতিঃ দায়িত্ব)	১১.০৯.২০০১	১৪.১১.২০০১
২৬	কাজী হুমায়ূন আজাদ বকস্ (অতিঃ দায়িত্ব)	১৫.১১.২০০১	২৩.০৬.২০০২

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
২৭	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম	২৩.০৬.২০০২	২২.০৬.২০০৪
২৮	কাজী মহুমায়ুন আজাদ বকস্ (অতিঃ দায়িত্ব)	২৪.০৬.২০০৪	২৮.১২.২০০৪
২৯	এ.এস.এম. সারওয়ার উদ-দীন (অতিঃ দায়িত্ব)	২৯.১২.২০০৪	০৫.০১.২০০৫
৩০	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া	০৫.০১.২০০৫	১২.০৯.২০০৫
৩১	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	১২.০৯.২০০৫	২৭.০৪.২০০৬
৩২	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০৩.০৫.২০০৬	০৩.০৭.২০০৬
৩৩	এ. এফ. এম. সাইফুল ইসলাম (অতিঃ দায়িত্ব)	২৪.০৭.২০০৬	২০.০৮.২০০৬
৩৪	এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	২০.০৮.২০০৬	১৯.০৯.২০০৬
৩৫	মোঃ আবদুল ওয়াহাব	০৮.১০.২০০৬	২৬.১২.২০০৬
৩৬	মোঃ শফিকুল ইসলাম	০৯.০১.২০০৭	০৩.০২.২০০৮
৩৭	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম	১২.০২.২০০৮	১৭.১২.২০০৮
৩৮	এ.কে.এম আজিজুল হক	১৮.০১.২০০৯	১৯.০৭.২০০৯
৩৯	ড. মোঃ মজিবুর রহমান	২০.০৭.২০০৯	১৯.০৭.২০১২
৪০	মোঃ সাহাব উল্লাহ	২২.০৭.২০১২	০৬.০৩.২০১৪
৪১	মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী	০৪.০৩.২০১৪	২৮.০৯.২০১৪
৪২	ড. মোঃ আজিজুর রহমান	২৮.০৯.২০১৪	১৩.০৯.২০১৫
৪৩	এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি	১৪.০৯.২০১৫	১২.০১.২০১৬
৪৪	মুশফেকা ইকফাৎ	২৪.০২.২০১৬	২৬.১০.২০১৭
৪৫	জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি	২৬.১০.২০১৭	২৬.১২.২০১৮
৪৬	জ্যোতির্ময় দত্ত	২৬.১২.২০১৮	২৬.০৯.২০১৯
৪৭	মোঃ নূর-উর-রহমান	২৬.০৯.২০১৯	০৮.১২.২০১৯
৪৮	তপন কান্তি ঘোষ	০৮.১২.২০১৯	০৭.০৭.২০২০
৪৯	মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ	০৭-০৭-২০২০	০৪-১১-২০২১
৫০	মোঃ আফজাল হোসেন	০৪-১১-২০২১	১৮-০৫-২০২২
৫১	মাহফুজা আখতার	১৯-০৫-২০২২	২০-০২-২০২৩
৫২	মোঃ ফয়জুল ইসলাম	২২-০২-২০২৩	৩১-১২-২০২৩
৫৩	ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন	০১-০১-২০২৪	অদ্যাবধি

পরিশিষ্ট-২

কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

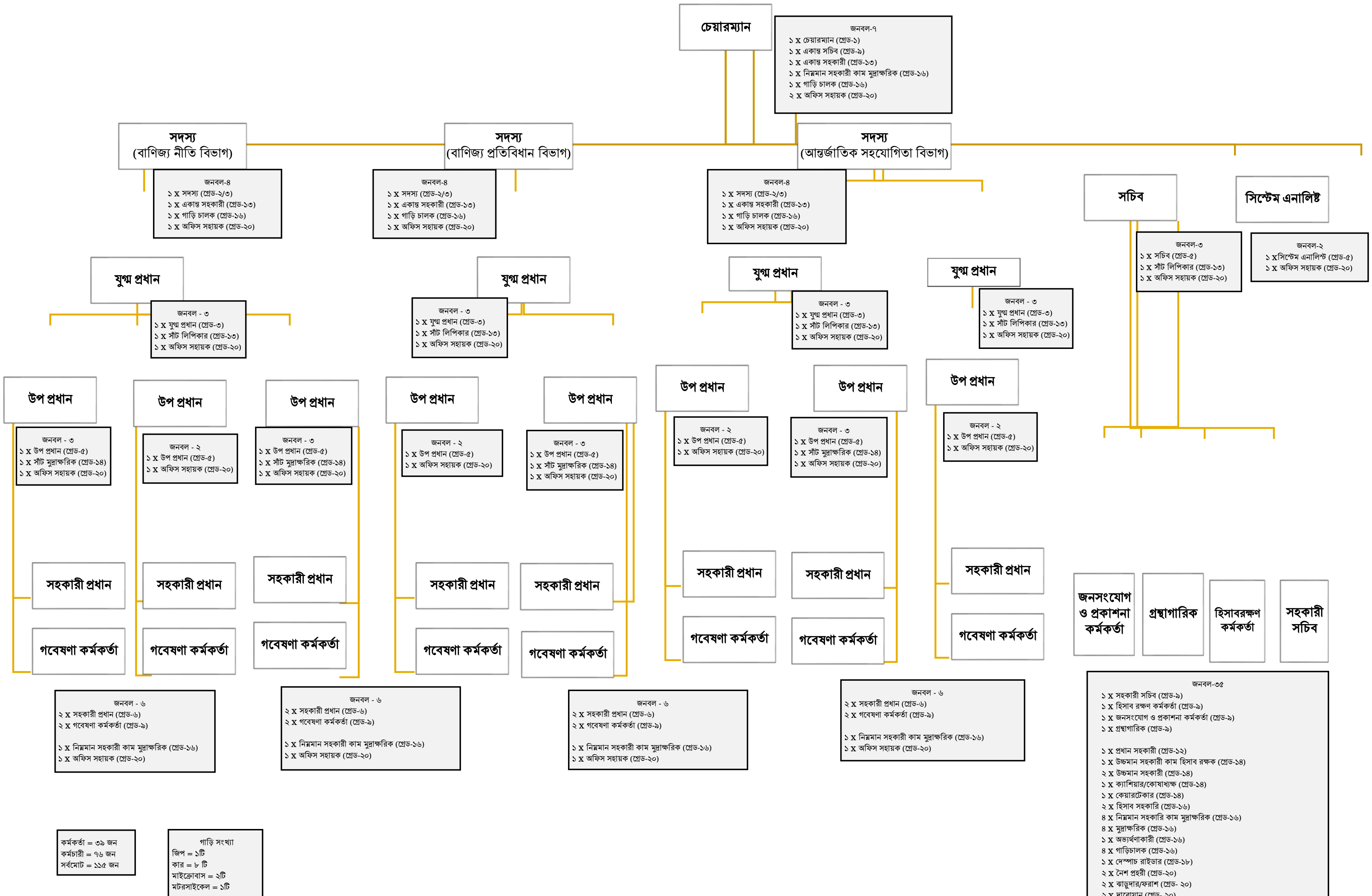

পরিশিষ্ট - ৩

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৮, ২০২০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ মাঘ, ১৪২৬২৮/ জানুয়ারি, ২০২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ মাঘ, ১৪২৬ মোতাবেক ২৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

২০২০ সনের ০১ নং আইন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের প্রস্তাবনার সংশোধন ।- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রস্তাবনার পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"যেহেতু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে তাঁহার সরকারের আমলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ২৮ জুলাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ADMNE-১-২০/৭৩/৬৩৬ নং রেজুল্যুশনবলে একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসাবে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; এবং যেহেতু বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;''।

৩। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের সংশোধন।- উক্ত আইনের সর্বত্র উল্লিখিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৭। কমিশনের কার্যাবলী।-(১)

দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) নিরূপণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে, যথা:-

(ক) শুল্কনীতি পর্যালোচনাক্রমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ;

(খ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;

(গ) এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুয়ায়ী দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ;

(ঘ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড, জিএসপি (Generalized System of Preference), রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) ও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য;

(ঙ) শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়ন;

(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) এর আলোকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক (Protective Duties of Customs) আরোপ;

(জ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশীয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধি;

(ঝ) আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবাসমূহের হারমোনাইজড সিস্টেম কোড;

(ঞ) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবীক্ষণ; এবং

(ট) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী নীতিমালা ও রীতিনীতি।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কমিশন নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য ও বাণিজ্যের ওপর অন্য দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি সারকামভেনশন) এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দেশীয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(ঘ) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, ডাটাবেজ সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং জনস্বার্থে উক্ত তথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ;

(চ) অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন;

(ছ) সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে গণ শুনানির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(জ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ঝ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা।

(৩) এই ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিবে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে"।

৫। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৮ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং উক্তরূপে সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে প্রকাশ করা যাইবে।”।

৬। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(২) গবেষণা বা সমীক্ষা কাজে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক ও গবেষণা সহায়তাকারী নিয়োগ করিতে পারিবে।"

ড. জাফর আহমেদ খান

সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট -৪

কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ও অন্যান্য তথ্য:

(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১	ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব)	ফোন: +৮৮০২২২২২২০২০৯ ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৩৪০২৪৫ মোবাইল: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ইমেইল: chairman@btc.gov.bd	
২	শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি সদস্য (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৩৫৬৫ মোবাইল: ০১৮১৯২২৫৫৯৪ ইমেইল: member_icd@btc.gov.bd	
৩	মোঃ ওয়াদুদ হোসেন সদস্য (বাণিজ্য নীতি)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৬ মোবাইল: ০১৭১৮২১৯৬৯৭ ইমেইল: member_tpd@btc.gov.bd	
৪	মোঃ এনামুল হক সদস্য (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৯ মোবাইল: ০১৭২৬৭৫৯৩৮৩ ইমেইল: member_trd@btc.gov.bd	
৫	মোহাম্মদ মোস্তফা জামাল হায়দার যুগ্ম প্রধান (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৩০ মোবাইল: ০১৭১১৭২৩৬৮৮ ইমেইল: mmjhaider@yahoo.com	
৬	আবদুল্লাহ আল মামুন কমিশন সচিব (প্রশাসন শাখা)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৩২ মোবাইল: ০১৩১৯৮৭১৫৯০ ইমেইল: secretary@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৭	মোঃ মশিউল আলম যুগ্ম প্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন: +৮৮-০২- ৫৮৩১০০৪১ মোবাইল: ০১৭১১২৪২৮২৩ ইমেইল: moshiul.alam@btc.gov.bd	
৮	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী যুগ্ম প্রধান (চলতি দায়িত্ব) (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৬৭ মোবাইল: ০১৭১২১৬৯৮৫৫ ইমেইল: mamun.askari@btc.gov.bd	
৯	ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান সেখ উপপ্রধান (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৩১ মোবাইল: ০১৭৬৮৩৮২৭৭৫ ইমেইল: arged2004@yahoo.com	
১০	বেগম হোসনা আফরোজা উপপ্রধান (বাণিজ্য নীতি)	ফোন: +৮৮-০২- ৫৮৩১১৭৬৮ মোবাইল: ০১৭১৬৩০৪৩৬৩ ইমেইল: afrozjamalpur77@gmail.com	
১১	হামিদুর রহমান উপপ্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	মোবাইল: ০১৭৭৯৫৬৫৪০২ ইমেইল: hrahman.w@gmail.com	
১২	মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৩৫ মোবাইল: ০১৯১১২৩৩৬৪১ ইমেইল: raihan.ubaidullah@btc.gov.bd	
১৩	মোঃ মাহমুদুল হাসান উপপ্রধান (বাণিজ্য নীতি)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩২০৩৮৯ মোবাইল: ০১৭১২২৮৪৬৯১ ইমেইল: mahmodul.hasan@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১৪	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন উপপ্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৫১৯ মোবাইল: ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ ইমেইল: sumaiya.zabeen@btc.gov.bd	
১৫	মোঃ আব্দুল লতিফ উপপ্রধান (চলতি দায়িত্ব) (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ ইমেইল: abdul.latif@btc.gov.bd	
১৬	জনাব আরেফিন আখতার নূর, চেয়ারম্যান-এর একান্ত সচিব	ফোন: +৮৮-০২-২২২২২০২৫ মোবাইল: ০১৭২৩৬০৯৯৯২ ইমেইল: pschairman@btc.gov.bd	
১৭	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব) (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ ইমেইল: mirza.rahman@btc.gov.bd	
১৮	মহিনুল করিম খন্দকার সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব) (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ ইমেইল: mohinul.karim@gmail.com	
১৯	কাজী মনির উদ্দীন সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব) (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৯১১৭২১৮৯৮ ইমেইল: kazi.monir@btc.gov.bd	
২০	লোকমান হোসেন সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব) (বাণিজ্য নীতি)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩২৩ মোবাইল: ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ ইমেইল: lokman.hossain@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২১	মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা গ্রন্থাগারিক (প্রশাসন শাখা)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৯১২০২৩৫৫২ ইমেইল: mayen.molla@btc.gov.bd	
২২	এইচ. এম. শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও (প্রশাসন শাখা)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ইমেইল: prandpo@btc.gov.bd	
২৩	মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা (বাণিজ্য নীতি)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৫৩৪৬৫৮৪৯৬ ইমেইল: mohammad.rayhan@btc.gov.bd	
২৪	মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন গবেষণা কর্মকর্তা (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৭১৯০৫৬৭৪২ ইমেইল: minhaj.uddin@btc.gov.bd	
২৫	মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৬২২৭৫৭১১৭ ইমেইল: arif.hossain@btc.gov.bd	
২৬	মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর সহকারী সচিব (প্রশাসন শাখা)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ ইমেইল: asstsecretary@btc.gov.bd	
২৭	ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (প্রশাসন শাখা)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৫১১ মোবাইল: ০১৭১১০০১৭০২ ইমেইল: accounts_office@btc.gov.bd	

পরিশিষ্ট -৫

২০২২-২৩ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার-এর বিবরণ

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
০১.	কমিশনের ১৫ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	ই-কমার্স বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৮ জুন ২০২৩
০২.	কমিশনের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ।	দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ক সেমিনার	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১২ জুন ২০২৩
০৩.	কমিশনের ১২ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৪ মে ২০২৩
০৪.	কমিশনের ১৬ জন ১ম শ্রেণী ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং কর্মচারী	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১১ এপ্রিল ২০২৩
০৫.	কমিশনের ১৭ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা।	কমিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৪র্থ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৭ এপ্রিল ২০২৩
০৬.	কমিশনের ২০ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা।	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ৩য় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৭ মার্চ ২০২৩
০৭.	কমিশনের ৬০ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা।	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	৩০ মার্চ ২০২৩
০৮.	কমিশনের ২২ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
০৯.	কমিশনের ২১ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	PTA/FTA সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নে বিভিন্ন মডেলিং প্রয়োগ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২০ ফেব্রুয়ারি-০২ মার্চ ২০২৩
১০.	১৩ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন	বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা/এসপিএস-টিবিটি/আর্থিক প্রণোদনা/শিল্প সহায়তা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৬ ডিসেম্বর ২০২২
১১.	১৩ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা অংশগ্রহণে	কমিশনের কর্মকর্তাদের নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৩ ডিসেম্বর ২০২২
১২.	১৪ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা অংশগ্রহণে	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় Market Access Databases বিষয়ক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৯- ২০ ডিসেম্বর ২০২২
১৩.	৫৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণে	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক সেমিনার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৩ অক্টোবর ২০২২
১৪.	৫৭ জন অংশগ্রহণে	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১১ অক্টোবর ২০২২
১৫.	কমিশনের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
১৬.	কমিশনের ১ম শ্রেণির ১৭ জন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে	কর্মকর্তাদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	৩১ আগস্ট ২০২২
১৭.	কমিশনের ১ম শ্রেণির ১৭ জন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ	কমিশনের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৪ আগস্ট ২০২২

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১৮.	অফিস বহির্ভূত সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ সংক্রান্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৯ আগস্ট ২০২২

২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অন্যান্য যে সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ:

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব)	Capacity Building Training on "Non-Tariff Measures & Barriers (NTMs/NTBs)"	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	০৪-০৬ জুন ২০২৩
২.	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান অফিস সহায়ক	Fundamental Training Course.	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৪-১৫ জুন ২০২৩
৩.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ উপপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)	"Training on WTO Dispute Settlement Understanding"	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	২৩-২৫ মে ২০২৩
৪.	ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম যুগ্মপ্রধান (উপসচিব)	"Training on WTO Dispute Settlement Understanding"	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	২৯-৩১ মে ২০২৩
৫.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহিদুর রহমান সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব)	Capacity Building Training on "Intellectual Property Rights Course for Trade Officials	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	০৯-১৩ এপ্রিল ২০২৩
৬.	জনাব মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	Training on Intellectual Property Rights	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	০৫-০৭ মার্চ ২০২৩
৭.	জনাব মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন গবেষণা কর্মকর্তা	Training on Intellectual Property Rights	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	০৫-০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৮.	জনাব মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	ডি-নথির ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন	এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)	০৮-০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৯.	জনাব মোঃ খায়রুল হক কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক			
১০.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব)	Trade Poliocy and Regulatory Framework	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১১.	জনাব মোঃ মসিদুর রহমান অফিস সহায়ক	Fundamental Training Course	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯ ফেব্রুয়ারি-০২ মার্চ ২০২৩

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১২.	সৈয়দ মাহবুব-উল আলম কোষাধ্যক্ষ	iBAS++ এর বাজেট প্রণয়ন মডিউলে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণে	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	২৩ জানুয়ারি ২০২৩
১৩.	জনাব মোঃ মসিউর রহমান হিসাব সহকারী			
১৪.	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ভিত্তি (Level-4: Modified Accural Basis) এর অন্তর্ভুক্ত করায় এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল	২৮-২৯ জানুয়ারি ২০২৩
১৫.	জনাব মোঃ খায়রুল হক কম্পিউটার অপারেটর	সরকারি চাকরির অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলী সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট	২৭-২৮ জানুয়ারি ২০২৩
১৬.	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	Audit Management and Monitoring System-2.0 (AMMS-2.0) বিষয়ে প্রশিক্ষণ	বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর	১৪ ডিসেম্বর ২০২২
১৭.	সৈয়দ মাহবুব-উল-আলম ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ			
১৮.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	৩০ নভেম্বর ২০২২
১৯.	জনাব মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন গবেষণা কর্মকর্তা	Negotiation Mediation সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	Bangladesh International Arbitration Centre	১২ অক্টোবর ২০২২
২০.	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান	Specialised Training Programme on Emerging Issues in WTO and International Trade শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১২-২১ সেপ্টেম্বর ২০২২
২১.	জনাব মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা	Research Methodology শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	২১-২৫ আগস্ট ২০২২
২২.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব)	WTO Agreement on Sanitary and Phyto Sanitary Measures সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	১৯-২১ জুলাই ২০২২
২৩.	জনাব মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা			
২৪.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, উপপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)	WTO Technical Barriers to Trade Measures সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট	২৭, ২৮ ও ৩১ জুলাই ২০২২
২৫.	জনাব লোকমান হোসেন, সহকারী প্রধান উপপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)			

পরিশিষ্ট-৬

২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে সকল সভা/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ:

ক্রম	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	সভা/সেমিনার/কর্মশালার বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১.	কমিশনের ০২ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা।	"Seminar on Impacts of LDC Graduation on Agriculture Sector and Way Forward" শীর্ষক সেমিনার	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৪ জুন ২০২৩
২.	কমিশনের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ।	বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত সচেতনতামূলক সেমিনার	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১০এপ্রিল ২০২৩
৩.	কমিশনের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ।	বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত বিশেষায়িত কর্মশালা	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২০ মার্চ ২০২৩
৪.	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান উপপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)	Trading Corporation of Bangladesh (TCB) এর জন্য সয়াবিন তেল ও চিনি সরাসরি আমদানির নিমিত্ত acess feasibility এর বিষয়ে Preferencial Trade Agreement (PTA) আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও টিসিবি	২৯ জানুয়ারি হতে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৫.	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট পরিপত্র-১ এর উপর অনুষ্ঠেয় বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	০৩ জানুয়ারি ২০২৩
৬.	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা			
৭.	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	সেবা সহজিকরণ বিষয়ক ০৩ (তিন) দিনব্যাপী কর্মশালা	এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)	১৯-২১ নভেম্বর ২০২২
৮.	জনাব মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন গবেষণা কর্মকর্তা			
৯.	জনাব মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা			
১০.	জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি, সদস্য (যুগ্মসচিব)	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মশালা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২৭ অক্টোবর ২০২২
১১.	শাহ মোঃ আবুরায়হান আলবেরুনী, সদস্য (যুগ্ম সচিব)	Identification of probable FTA/PTA Partners of Bangladesh বিষয়ক সেমিনার	বিয়াম ফাউন্ডেশন	১৮ অক্টোবর ২০২২
১২.	জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী এনডিসি, সদস্য (যুগ্মসচিব)			
১৩.	জনাব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী যুগ্মপ্রধান			
১৪.	জনাব মোঃ মশিউল আলম যুগ্মপ্রধান			
১৫.	জনাব মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম, উপপ্রধান (সিনিয়র সহকারী সচিব)			
১৬.	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ, উপপ্রধান			

ক্রম	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	সভা/সেমিনার/কর্মশালার বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১৭.	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান উপপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)			
১৮.	কাজী মনির উদ্দীন সহকারী প্রধান (চঃদাঃ)			
১৯.	জনাব লোকমান হোসেন সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)			
২০.	জনাব মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা			
২১.	জনাব মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা			
২২.	জনাব মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা			
২৩.	জনাব হুমায়ূন কবীর, সহকারী সচিব (প্রশাসন)			
২৪.	শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি সদস্য (যুগ্মসচিব)	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালনা পর্ষদ এর ১৪৩ তম সভায় কর্মকর্তা মনোনয়ন	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	২১ আগস্ট ২০২২
২৫.	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিষ্ট	সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৬ আগস্ট ২০২২
২৬.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার, সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব)			
২৭.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, সহকারী সচিব (প্রশাসন)			

পরিশিষ্ট-৭
২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তাগণ যে সকল বৈদেশিক/ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ:

ক্রম	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	দেশের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, যুগ্মপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)	WTO Workshop on the Notification of Subsidies Course এ অংশগ্রহণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সুইজারল্যান্ড জেনেভা	০৭-০৯ জুন ২০২৩
২.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ উপপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)	Advanced Course on the Economic Analysis of Trade Policy এ অংশগ্রহণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সুইজারল্যান্ড জেনেভা	২২-৩০ জুন ২০২৩
৩.	জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি, সদস্য (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	4th Trade Negotiating Committee (TNC) meeting এ অংশগ্রহণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ইন্দোনেশিয়া	১৬-১৯ মে ২০২৩
৪.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, যুগ্মপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)	4th Trade Negotiating Committee (TNC) meeting এ অংশগ্রহণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ইন্দোনেশিয়া	১৬-১৯ মে ২০২৩
৫.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, যুগ্মপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)	জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে Joint Study Group (JSG) meeting এ অংশগ্রহণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জাপান	০৯-১৩ এপ্রিল ২০২৩

ফটোগ্যালারি:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের কিছু স্থিরচিত্র

১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার-এর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে ‘রাইস ব্র্যান তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য করণীয় নির্ধারণ’ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার-এর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে ‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, ও এর বিধিমালা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে’ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার-এর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে 'শুল্ক সহায়তা সংক্রান্ত মতবিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক' সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার-এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশনে 'Identification of Probable FTA/PTA Partners of Bangladesh' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ।

২৩-২৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার-এর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে ‘Bilateral Regional and Multilateral Trading system for Bangladesh’ শীর্ষক দুইদিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ।

১৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার-এর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে ‘কর্মকর্তাদের নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃধিকল্পে’ শীর্ষক দিনব্যাপি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার-এর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে '৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কমিশনের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯-২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার-এর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এর 'Market Access Database' শীর্ষক দুইদিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

১৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার-এর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে 'PTA/FTA সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নে বিভিন্ন মডেলিং প্রয়োগ' শীর্ষক দিনব্যাপি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মোঃ ফয়জুল ইসলাম গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ভ্রমণ করেন এবং জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন।

০৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে ০৭ মার্চ এর তাৎপর্য তুলে ধরে কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মোঃ ফয়জুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মোঃ ফয়জুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত বিশেষায়িত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

০৫-০৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে 'Protection of Domestic Industries and its Tariff Rationalization' শীর্ষক দুইদিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মোঃ ফয়জুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে করণীয় সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২৪ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মোঃ ফয়জুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) চূড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

১২ জুন ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মোঃ ফয়জুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে কমিশনের ভূমিকা এবং শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে মতবিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।